সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ● জানুয়ারি ২০১৫ ● পাঁচ টাকা

নির্বাচন ও বর্তমান রাজনৈতিক সংকট প্রশ্নে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা

গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও দমন-পীড়ন বন্ধ কর

স্বৈরতান্ত্রিক একতরফা নির্বাচন জনগণ মানে না

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদের উদ্যোগে ৫ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় ২৩/২ তোপখানা রোডের নীচতলায় বাম মোর্চার অস্থায়ী কার্যালয়ে বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নির্বাচন ও বর্তমান সঙ্কট প্রশ্নে মোর্চার অবস্থান ও কর্মসূচি ঘোষণার লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সভা-সমাবেশের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে ৮ জানুয়ারি ঢাকায় গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা বিক্ষোভ করে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাম মোর্চার সমন্বয়ক গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা এড. আব্দুস সালাম, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভা-সমাবেশে সরকারি নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে ৮ জানুয়ারি ঢাকায় বাম মোর্চার বিক্ষোভ

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বিগত ৫ জানুয়ারি ২০১৪ এক ভোটারবিহীন একতরফা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সে সময় একে নিয়ম রক্ষার নির্বাচন বললেও এখন তারা এর ভেতরেই ৫ বছরের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার বৈধতা খুঁজছে। আর ইতোমধ্যেই সরকার তার শাসনের ১ বছরে লুণ্ঠন-পাচার, গুম-খুন-নির্যাতন, দুর্নীতি, বিরোধী মতের কর্মকাণ্ড দমন, বিদেশি শক্তির কাছে দেশের সম্পদ তুলে দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে একদলীয় ক্ষমতার নখ-দাঁত প্রকাশ করে দিয়েছে। এখন এই ধরনের ক্ষমতাকেই স্থায়ী করার স্বপ্নে বিভোর তারা। সেই লক্ষ্যে গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক কবর রচনা করাকেই তারা 'গণতন্ত্র রক্ষা' দিবস হিসাবে পালনে মরিয়া। ৫ জানুয়ারি সরকার সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সারাদেশে সব ধরনের গণপরিবহন বন্ধ করে দিয়ে জনজীবনের চলাচলে এক মহা দুর্যোগ সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রযন্ত্র জনগণের সভা-সমাবেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার দমন করে একটা

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

উন্নয়নের এত ফিরিস্তি : জনগণ দুর্দশায় কেন?

গণআন্দোলনে এগিয়ে আসুন

খবরগুলো শুনুন :

২০১৪ সালে ধান ও মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, আলু উৎপাদনে অষ্টম, আম উৎপাদনে নবম, তৈরি পোষাক রপ্তানিতে চীনকে টপকে বাংলাদেশের অবস্থান এখন প্রথম।

কি মনে হচ্ছে আপনার?

দেশ এত এগিয়ে গেছে তা আগে টের পাননি, তাই তো! এত উৎপাদন, এত খাদ্যসম্ভার, অথচ অভাব ঘুঁচছে না, স্বস্তি পাচ্ছেন না! স্থির হয়ে বসে একবার ভাবুন তো, এত উৎপাদন কাদের ভোগে লাগল!

আপনাকে আরও কিছু খবর শোনাই।

গত বছর (২০১৪) বিদ্যুতের দাম বেড়েছে প্রায় ৬ শতাংশ, চালের দাম বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৭ শতাংশ, বাড়ি ভাড়া বেড়েছে প্রায় ১০ শতাংশ, এবং এই ভাড়া বৃদ্ধির মধ্যে বস্তি এলাকায় ভাড়া বেড়েছে ১৬.৬৭ শতাংশ, আর ফ্ল্যাট বাসায় ভাড়া বেড়েছে ১৩ শতাংশ। ওয়াসা পানির দাম বাড়িয়েছে প্রায় ৫ শতাংশ। গ্যাসের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েও সরকার শেষ পর্যন্ত আপাত পিছু হটেছে বামপন্থী দলগুলোর প্রতিবাদ আর ক্রমবর্ধমান জনঅসন্তোষ দেখে। কিন্তু সরকার তার সিদ্ধান্ত বাতিল করেনি। অর্থাৎ গ্যাসের দাম বৃদ্ধি এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। মোট কথা উন্নয়নের জোয়ারের এই ধাক্কা সামলাতে মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ ইতোমধ্যেই ভেঙে গেছে।

সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে পুনরায় আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আরোহণ – কার লাভ?

আপনার সারাদিনের রক্ত জল করা আয় দিয়ে সংসার চলছে না, ছেলেমেয়েদের পড়াবেন কি করে, হঠাৎ একটা রোগে-দুর্ঘটনায় পড়লে কীভাবে সামাল দেবেন – তা ভেবেই আপনার জীবন অস্থির। দিন দিন এ সমস্যা প্রকট হচ্ছে। বিগত যে কোনো সময়ের তুলনায় ২০১৪ সালে আরও প্রকট হয়েছে। অথচ দেশে নাকি উন্নয়নের জোয়ার বইছে। এ উন্নয়ন কাদের হচ্ছে? আপনার যত সমস্যাই হোক না কেন, ব্যবসায়ীদের জন্য ২০১৪ সাল ছিল সবচেয়ে সুবর্ণ সময়। ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই-এর সহ-সভাপতি হেলাল উদ্দিন বলেছেন, '২০১৪ সালে আমরা বড় কোনো

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ফুলবাড়ী মহাসমাবেশ থেকে জাতীয় কমিটির আন্দোলনের কর্মসূচি

২৭ ডিসেম্বর ফুলবাড়ী মহাসমাবেশের একাংশ। ইনসেটে : বক্তব্য রাখছেন তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মু. শহীদুল্লাহ, বাসদ(মার্কসবাদী)র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ

- **৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ :** বিজ্ঞানী, লেখক, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিক, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের অংশগ্রহণে সুন্দরবন রক্ষায় কনভেনশনন অনুষ্ঠিত হবে।
- **৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ :** ফুলবাড়ী চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবিতে ফুলবাড়ী কমিটির ডাকে অঞ্চলে অবরোধ এবং দেশব্যাপী সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।
- **১১-১৬ মার্চ ২০১৫ :** ঢাকা থেকে সুন্দরবন অভিমুখে 'সুন্দরবন রক্ষায় জনঅভিযাত্রা'।

স্বৈরতান্ত্রিক একতরফা নির্বাচন জনগণ মানে না

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) স্বৈরতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী ক্ষমতার অধীনে দলীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার নিপীড়ক চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে। কোনো বিরোধী পক্ষকে কোথাও নামতেই দেয়া হচ্ছে না। সরকার তার কর্মকাণ্ডের বৈধতা পাওয়ার জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও জঙ্গীবাদ দমনের দোহাই দিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও উন্নয়নের বিপরীত হিসাবে দাঁড় করিয়ে দীর্ঘমেয়াদী একদলীয় শাসনের মতাদর্শিক বৈধতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। অথচ এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় ঘোষিত হলেও একদিকে রায় বাস্তবায়ন ও জামাত নিষিদ্ধের প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখছে, অন্যদিকে গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদের সমস্ত পথ বন্ধ করে, সহিংসতা উস্কে দিয়ে কার্যত এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে যাতে জঙ্গীবাদ উত্থানেরই নতুন করে পথ তৈরি হচ্ছে। বর্তমান মহাজোট সরকার স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার অধীনে একটা লুণ্ঠনমূলক আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু রেখেছে এবং তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ক্রমাগত ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ চালিয়ে যাচ্ছে। আর এই একচেটিয়া ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে রাজনৈতিক বৈরিতাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে তারা এখন সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচন দূরে থাক, সমাবেশের মত নিরীহ রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনকেও অসম্ভব করে তুলেছে। রাজনীতিকে তারা এক আদিম পেশিশক্তির খেলায় পরিণত করেছে আর তাতে সরকারি দলকে অন্যায্য সুবিধা দিতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরিপূর্ণভাবে দলীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করছে।

বিগত দিনগুলোতে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, রাষ্ট্রযন্ত্রের এই দলীয় ফ্যাসিস্ট চেহারা বদলে, এর গণতান্ত্রিকীকরণে শাসকদের বিরোধী পক্ষ বিএনপি জোটও শুধু অনুৎসাহীই কেবল নয়, সমর্থও নয়। বরং যে কোন মূল্যে রাষ্ট্রক্ষমতায় গিয়ে তাকে একই ধরনের ক্ষমতার হাতিয়ার বানাতেই তারা আগ্রহী। তাদের অতীত কর্মকাণ্ড এবং বর্তমানেও তাদের কর্মসূচির ভেতরে তা স্পষ্ট। এ পরিপ্রেক্ষিতেই গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা নির্বাচনের আগে থেকেই বলে আসছিল বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শর্ত হচ্ছে এখানকার লুণ্ঠনমূলক আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার বদল। আর নির্বাচনকেন্দ্রিক সংকট সমাধান করতে হলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও কালো টাকার প্রভাবমুক্ত একটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন নির্বাচনী ব্যবস্থা। বাংলাদেশ আজ যে অবস্থায় নিপতিত হয়েছে তাতে জনজাগরণ ও জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার আর কোনো বিকল্প নেই।

সংবাদ সম্মেলনে বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধের স্বৈরতান্ত্রিক তৎপরতা ও দমন-পীড়ন বন্ধ করে অবিলম্বে নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করার দাবি জানান। অন্যথায় দেশে এক নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির দায় পুরোপুরি সরকারকেই বহন করতে হবে। সংবাদ সম্মেলন থেকে সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও দমন পীড়নের প্রতিবাদে ৮ জানুয়ারি ঢাকাসহ সারাদেশে বাম মোর্চা বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের কর্মসূচি প্রদান করা হয়।

সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে বাম মোর্চার বিক্ষোভ

সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা ও দমন পীড়ন বন্ধ এবং নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদের উদ্যোগে ৮ জানুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাম মোর্চার সমন্বয়ক গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশারেফা মিশু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহবায়ক হামিদুল হক, বাসদ (মাহবুব)-এর কেন্দ্রীয় নেতা মহিনউদ্দীন চৌধুরী লিটন।

সমাবেশে বক্তারা ঢাকা মহানগরে অনির্দিষ্টকালের জন্য সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, এই ঘোষণা সরকারের চরম স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ও সংবিধান স্বীকৃত জনগণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী। নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজনৈতিক বিরোধীদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা না করে রাষ্ট্রীয় শক্তিকে ব্যবহার করে সরকার জুলুম-নিপীড়নের যে পথ বেছে নিয়েছে তা সংঘাত সংঘর্ষের পথই কেবল প্রস্তুত করছে না, এভাবে প্রতিবাদের পথ বন্ধ করে সরকার জঙ্গীবাদেরই ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। সরকারি দলের উত্তরোত্তর পেশীশক্তি ব্যবহার করে রাজপথ দখলে রাখার ঘোষণা সরকারের নগ্ন ফ্যাসিবাদী চেহারাকেই তুলে ধরছে। মোর্চার নেতৃবৃন্দ সরকারকে সতর্ক করে বলেন, এইসব ঘটনার দায়দায়িত্ব সরকার ও সরকারি দলকেই বহন করতে হবে। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, সরকার নিজেই জনজীবন নিশ্চল করে দিয়ে অবরুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, বিরোধীদল তারই ধারাবাহিকতা রক্ষা করছে। ৫ জানুয়ারির ভোটারবিহীন একতরফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক সংকটের তৈরী হয়েছে, রাজনৈতিকভাবেই তা নিরসন করতে হবে।

সিলেট : সভা-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা ও দমন পীড়ন বন্ধ এবং নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ৯ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজা ম্যানশনস্থ দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিটি পয়েন্টে সমাবেশে মিলিত হয়। এড. হুমায়ূন রশীদ সোয়েবের সভাপতিত্বে এবং সুশান্ত সিন্হা সুমনের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রুবাইয়াৎ আহমেদ, অপু দাস প্রমুখ।

জনগণ দুর্দশায় : গণআন্দোলনে এগিয়ে আসুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) রাজনৈতিক সহিংসতার মুখোমুখি হইনি। সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে এই ধরনের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার বছর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

একথা কেন তারা বলেন তা বুঝতে হলে আপনাকে আরও কিছু সংবাদ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে।

কিছুদিন আগে ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার বেশি বলে ব্যবসায়ীদের সংগঠন ডিসিসিআই (ঢাকা চেম্বার অব কমার্স) ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। অথচ বাস্তবতা কি দেখুন! ঋণ দেয়া যাচ্ছে না এই কথা বলে সাধারণ মানুষ যারা ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তাদের ক্ষেত্রে সুদের হার কমাচ্ছে। অর্থাৎ তাদের ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সুদের হার বেশি রাখলেও তাদের জন্যে আছে অনেক পরোক্ষ ছাড়। রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে ১২০ কোটি ডলার আছে যা বাড়িয়ে ১৫০ কোটি ডলার করা হচ্ছে। এখান থেকে ব্যবসায়ীরা ৩ শতাংশ হার সুদে ঋণ নিতে পারবে। আবার বিদেশ থেকে বেসরকারি খাতে ৫ থেকে ৬ শতাংশ হার সুদে ঋণ আনা যায়। প্যাকিং ক্রেডিট নামে ৭ শতাংশ হার সুদেরও টাকা যোগান দেয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।

তারপরও ঋণ ফেরত দেন না ব্যবসায়ীরা। হলমার্ক কেলেঙ্কারি, বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারি ইত্যাদি বড় বড় কেলেঙ্কারির কথা এসেছে যা দেশের মানুষ জানে।

আবার ঠিকঠাক ঋণ নিয়ে বছরের পর বছর ধরে ফেরত দিচ্ছে না কোম্পানিগুলো। বড় বড় ব্যবসায়ী তারা। হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক, তাদের ঋণের পরিমাণও হাজার হাজার কোটি টাকা। এই ঋণের টাকা ব্যাংক তাদের দিয়েছে সাধারণ জনগণের আমানত থেকে। অথচ সময় বারবার পেরিয়ে যাচ্ছে তারা টাকা ফেরত দিচ্ছেন না। এখানে আইন তাদের কিছু করতে পারে না। বরং তাদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে আইন পরিবর্তিত হয়। যেমন দেশের অন্যতম প্রধান শিল্পগোষ্ঠী বেক্সিমকো'র ব্যাংক ঋণ ৫ হাজার কোটি টাকা। ঠিক সময়ের মধ্যে ঋণ ফেরত দিতে না পারলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আবেদন করে ঋণ পুনঃতফশিল করা যায়। কিন্তু পুনঃতফশিলেরও একটা সীমা আছে। সর্বোচ্চ তিনবার ঋণ পুনঃতফশিল করেও পরিশোধ করতে না পেরে নতুনভাবে অর্থঋণ আদালত আইন সংশোধন করে ঋণ পুনঃতফশিল করে তারপরও না পেরে শেষ পর্যন্ত তাদের জন্যেই ঋণ পুনর্গঠন নাম দিয়ে তাদের সুবিধা করে দেয়া হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এ পথে অনেকেই হাঁটছেন।

অথচ গ্রামের কৃষকেরা সামান্য ঋণের দায়ে ভিটেমাটি সব বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। আরও শুনুন, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহ্যাবের সদস্য সংখ্যা ১২০০। ২০৯টি কোম্পানির উপর অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে তাদের ১২ হাজার ১৮৫টি ফ্ল্যাট অবিক্রিত যার মূল্য ৮৮১১.৯৯ কোটি টাকা। বাকি কোম্পানিগুলির উপর অনুসন্ধান চালালে বিষয়টি কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা বলাই বাহুল্য।

ব্যবসায়ীদের এ দুর্যোগে সরকার তো বসে থাকতে পারে না। ফলে তারা ২০ হাজার কোটি টাকার ফান্ড করেছে যেখান থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নেয়া যাবে ফ্ল্যাট কেনার জন্যে। এ বছর বাজেটে ঘোষণা এসেছে ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে আয়ের খাত দেখানোর প্রয়োজন নেই। এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ দেখানো যাবে যা দেখলে বোঝা যায় সরকারটা কার।

জনগণের ওপর শোষণ অব্যাহত রাখার জন্যই মৌলবাদ উস্কে দেয়া

বাড়ছে সরকারের চরম নিপীড়ন, ফ্যাসিবাদী শাসন। এ থেকে মুক্তির পথ কি? বিপরীতে যে জোট আছে তাকেও জনগণ বিশ্বাস করে না। ফলে এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় আছে দেশের জনগণ। ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ মৌলবাদের হাতকে শক্তিশালী করছে। আবার এই মৌলবাদী জুজুর ভয় দেখিয়ে জনগণকে তাদের পক্ষে রাখতে চেষ্টা করছে সরকার। জনগণকে তারা বোঝাতে চায় যে তারা ছাড়া মৌলবাদের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার কেউ নেই। আবার জনগণকে ভয় দেখিয়ে পেছনে রাখার জন্যে তারা মৌলবাদকে পরোক্ষভাবে উসকে দেয়।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সাথে একজোট হয়ে দেশে অবর্ণনীয় শোষণ চালাচ্ছে মহাজোট সরকার

ভারত তার সর্বোচ্চ সমর্থন নিয়ে এ সরকারের পেছনে আছে। চীন, রাশিয়াও তার সমর্থন দিয়েছে। এদেরকেও সবরকম সুবিধা দিচ্ছে সরকার। ভারত এত বন্ধুত্ব দেখালেও সীমান্ত, ছিটমহল, নদীর পানির হিস্যা ইত্যাদি ব্যাপারে কোনও রকম শব্দ করছে না। আমাদের ন্যায্য পাওনাটা পর্যন্ত দিচ্ছে না। ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি চীন থেকেও বেশি। রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পুরো কাজ করবে ভারত, রূপপুরে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করবে রাশিয়া, গোটা দেশের বড় বড় স্থাপনার কাজ করছে চীন। যুক্তরাষ্ট্রকে টিকফাসহ বিভিন্ন সুবিধা করে দিয়েছে সরকার। দেশের গ্যাসব্লক নামেমাত্র অংশীদারিত্বে বিদেশী কোম্পানিগুলোর হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে দেশকে এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে সরকার।

সন্ত্রাস-অরাজকতা ক্রমশ বাড়ছে কিন্তু ব্যবসায়ীরা বলছে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, ২০১৪ সালে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে কথিত ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ ও গুলিবিনিময়ে মারা গেছে ১২৮ জন, গুম খুন হয়েছে ৮৮ জন, বিভিন্ন বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। গত বছর কারা হেফাজতে মারা যান ৬০ জন। ৭০৭ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। অথচ ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি হোসেন খালেদ বলেছেন, "দেশের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক হলেও মাদক, অবৈধ অস্ত্র, পণ্য চোরাচালান, চাঁদাবাজি-ছিনতাই নিয়ন্ত্রণে সরকারকে আরও কঠোর হতে হবে। ব্যবসায়ীরা চান দেশে একটি ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ বজায় থাকুক।"

অর্থাৎ তাদের কাছে সরকার অনৈতিক, অগণতান্ত্রিক, নিপীড়ক কিনা সেটা বড় প্রশ্ন নয়। ব্যবসাবান্ধব কিনা সেটাই মূল বিচার্য। ব্যবসার প্রয়োজনে অর্থাৎ পুঁজিপতিদের মুনাফার প্রয়োজনে এ সরকার আরও ২০ বছর থাকতে হলে তারা তা করবেন। সেজন্য যত কঠিন নিপীড়নই চালিয়ে যেতে হোক না কেন। ফলে এর বিরুদ্ধে সকল প্রকার মত প্রকাশের অধিকারকেও খর্ব করা হচ্ছে। সভা-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে দিয়ে খুন করানো হচ্ছে, এসব খবর পত্রিকায় প্রকাশ বন্ধ করার জন্য তা নিয়ন্ত্রণের আইন করা হচ্ছে। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি সেই বক্তব্যে আরও বলেছেন, আগামী দিনে নতুন কোনও রাজনৈতিক সংঘাত, হরতাল, অবরোধের মত ক্ষতিকর কোনও কর্মসূচি তারা দেখতে চান না। প্রয়োজনে আইন করে হরতাল-অবরোধ নিষিদ্ধ করা যায় কিনা সে প্রস্তাবও তারা তুলেছেন।

স্থিতিশীল শোষণের প্রয়োজনেই এ সরকার টিকিয়ে রাখতে চায় পুঁজিপতিরা

চরম শোষণ, নিপীড়নে অতিষ্ঠ দেশের মানুষ। ভেতরে ভেতরে অসন্তোষ চরমে পৌঁছেছে। লাগামহীন দুর্নীতি-লুটতরাজ চলছে। কিন্তু তারপরও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হবে না বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে না উঠলে। বিএনপি-জামাত জোট বুর্জোয়াদের দলে। পুঁজিপতিশ্রেণী না চাইলে এরা ক্ষমতায় আসতে পারবে না। কারণ এরা জনগণের উপর নির্ভর করে রাজনীতি করে না, দল পরিচালনা করে না। ফলে জনগণের দাবি-দাওয়া নিয়ে সে আন্দোলনও করবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে বুর্জোয়াশ্রেণী চাইছে না বিএনপি-জামাত আসুক। আওয়ামী লীগের যে চরম শোষণ ও তার বিরুদ্ধে ব্যাপক গণঅসন্তোষ – তার বিরুদ্ধে চরম ডানপন্থীরা ক্ষমতায় আসলে যে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে – এটা দেশের বুর্জোয়ারা চায় না। ফলে তাদের সামনে পথ একটাই – ফ্যাসিবাদী শাসন আরো পাকাপোক্ত করা। আর জনগণের সামনেও পথে একটাই বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলা।

জনগণের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও নাগরিক জীবনের সমস্যা নিয়ে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধবিত্ত, গরিব চাষী, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর – সবার ঘরেই আজ ত্রাহি ত্রাহি রব। বেঁচে থাকাটাই আজ এক সংগ্রাম। এর মধ্যে চলছে ভয়াবহ নৈতিক অবক্ষয়। মদ-জুয়া, অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফি ব্যাপক মাত্রায় ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা করা হচ্ছে জনগণের প্রতিবাদের শক্তি ধ্বংস করার জন্যে। জনগণ এ অবস্থায় কি করবেন? পরাজয় বরণ করবেন? পুরো সমাজের ধ্বংস হওয়া চেয়ে চেয়ে দেখবেন? নাকি প্রতিবাদ করবেন? সারাদেশে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিও দুর্বল। আমাদের দল এখনও বিরাট শক্তি নিয়ে দাঁড়ায়নি। এ পরিস্থিতিতে গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, নারীর প্রতি সহিসংতা, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, কৃষি ফসলের ন্যায্য মূল্য, বেকারত্ব, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার – সবগুলো বিষয়ে জনগণ নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নামুন, পাড়া-মহল্লায় প্রতিবাদ গড়ে তুলুন, সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। এই লড়াই চালাতে চালাতেই সঠিক বিপ্লবী দল চিনে নিন। সেটাই পারে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটাতে।

লেনিন স্মৃতি

ম্যাক্সিম গোর্কি

[রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নির্মাতা, দুনিয়ার প্রথম শ্রমিকরাজের স্থপতি সর্বহারাশ্রেণীর মহান নেতা কমরেড লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) কিছুদিন পর সর্বহারাশ্রেণীর আরেক অকৃত্রিম বন্ধু খ্যাতনামা সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কি এই স্মৃতিচারণমূলক লেখাটি লিখেছিলেন। দু'জনের মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। লেনিনকে গোর্কি দেখেছিলেন অত্যন্ত কাছ থেকে। ২১ জানুয়ারি কমরেড লেনিনের ৯১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে বন্ধু গোর্কির লেখার নির্বাচিত অংশ তুলে ধরে আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।]

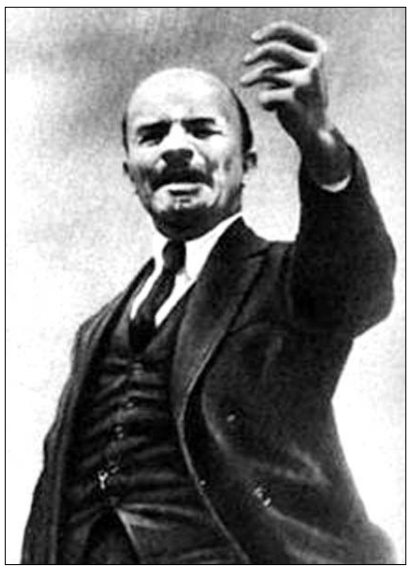

লেনিন

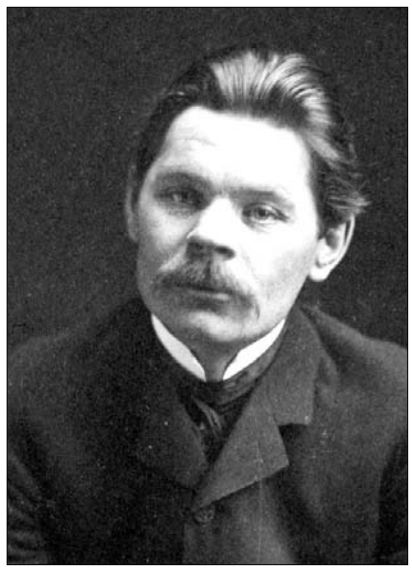

গোর্কি

ভ্লাদিমির লেনিন আর নেই।

তাঁর শত্রু শিবিরেও কেউ কেউ অকপটে স্বীকার করেন: 'তাঁর মাঝে প্রতিভা মূর্ত হয়েছিল তাঁর আমলের সমস্ত মহামানবের চেয়ে বেশি হৃদয়গ্রাহীভাবে'। সেই লেনিনকে হারাল পৃথিবী।

... এই মানুষটি ছিলেন দূরদর্শী এবং বিজ্ঞ, কিন্তু, 'মহা প্রজ্ঞার মাঝে থাকে আবার মহতী বেদনা'।

বহু দূর আগে অবধি তিনি দেখতে পেতেন। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে তিনি যাঁদের কথা ভাবতেন, যাঁদের কথা বলতেন, তাঁরা কয়েক বছরের মধ্যে কি হবেন সেটা তিনি প্রায়ই নির্ভুলভাবেই বলেছিলেন। তাঁর এইসব ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সবসময়ে একমত হওয়া যেত না, কেননা, কোন কোনটা হত নিরুৎসাহজনক, কিন্তু, দুঃখের কথা, অনেককেই যথাসময়ে তাঁর সংশয়গ্রস্ত চরিত্রায়ণের সঙ্গে মিলে যেতে দেখা যেত। ... লন্ডন কংগ্রেসের [১৯০৭] দিনগুলিতে যখন কারও কারও সংশয় আর অবিশ্বাস এবং আরও কারও প্রকাশ্য শত্রুতা, এমনকি বিদ্বেষের হাওয়ার ভিতর ভ্লাদিমির ইলিচকে আমি দেখতে পেলাম, তখন থেকেই আমার আরম্ভ করা উচিত ছিল।

সে-বছরের আগে লেনিনের সঙ্গে আমার কখনও দেখাও হয় নি, *[আসলে তাঁদের প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯০৫ সালে]* তাঁর লেখা যত পড়া উচিত ছিল ততটা পড়িও নি। তবে, তাঁর লেখা অল্পস্বল্প যা পড়েছিলাম তাতেই এবং বিশেষত তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের কাছে বিভিন্ন উচ্ছ্বসিত বিবরণ শুনে তাঁর প্রতি আমি প্রবল আকর্ষণ বোধ করেছিলাম। আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলে তিনি বেশ জোরে আমার হাত চেপে ধরে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে পুরনো বন্ধুর মতো কৌতুকের সুরে বললেন : 'আপনি এসেছেন, খুব ভাল হয়েছে! আপনি তো লড়াই ভালবাসেন – তাই না ? তা, এখানে একটা বড় রকমের সংঘর্ষই হবে।'

... তাঁকে দেখলাম বড্ড সাদাসিধে – 'নেতা'-ভাব একটুও দেখতে পেলাম না। আমি লেখক; সব খুঁটিনাটি লক্ষ্য করা আমার কাজই। এটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে; অভ্যাসটা এক-এক সময়ে বিরক্তিকরই।

... টাক-মাথা, 'র'-কাঁপানো, বলিষ্ঠ, গাঁট্টগোঁট্টা সেই মানুষটি কিন্তু জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে এক হাতে নিজের সক্রেটিস-ধাঁচের কপাল মুছতে মুছতে আর অন্য হাতে আমার হাতে ঝাঁকুনি লাগাতে লাগাতে একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই আমার 'মা' বইখানায় ক্রটিবিচ্যুতির কথা বলতে আরম্ভ করলেন – বুঝলাম ই. প. লাদিজনিকভের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তিনি বইখানার পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন। বললাম বইখানা লিখেছিলাম খুব তাড়াতাড়ি করে, কিন্তু কেন, সেটা আমি বলে উঠতে পারবার আগেই তিনি ঘাড় নেড়ে বোঝালেন তিনি সেটা বোঝেন এবং নিজেই বললেন কারণটা : ভালই করেছি তাড়াতাড়ি করে – কেননা, বইখানা ছিল জরুরি : শ্রমিকদের অনেকেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভিতরে এসে পড়েছে সচেতনভাবে নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, এখন 'মা' পড়ে তাদের খুব উপকার হবে।

'খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বইখানি!' এই হল তাঁর একমাত্র, কিন্তু খুবই মূল্যবান সাধুবাদ। তার পরে অল্প অল্প কথায় কাজের কথায় এসে তিনি জানতে চাইলেন কোনও বিদেশী ভাষায় 'মা'-র তরজমা হয়েছে কিনা, রুশ আর মার্কিন সেনসরের কলমে বইখানা কি পরিমাণে খর্ব হয়েছে। বইয়ের লেখককে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে, কথাটা জানাতে তিনি বেঁকিয়ে ভ্রুকুটি করলেন, মাথাটা পিছনে হেলিয়ে চোখ বুঁজে হো হো করে হাসলেন এক অসাধারণ হাসি; সেটা শ্রমিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করল ...

ভ্লাদিমির ইলিচ তাড়াতাড়ি করে বক্তৃতামঞ্চে উঠলেন। তাঁর সেই কাঁপানো 'র'টার জন্যে মনে হয় তিনি বক্তা হিসেবে তেমন সুবিধের নন, কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই আমি আর সবারই মতো সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে গেলাম। অতি জটিল সব রাজনীতিক প্রশ্ন নিয়ে এত সহজ-সরলভাবে কেউ বলতে পারে তা আমি কখনও শুনি নি। এই বক্তা সুন্দর সুন্দর কথা তৈরি করেন না, কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দকে যেন নিজের হাতের তালুতে রেখে আশ্চর্য অনায়াসে তার সঠিক অর্থটিকে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করলেন তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন।

হাতটা ছড়িয়ে এবং একটু তুলে তিনি প্রতিপক্ষের কথাগুলো বেছে বেছে যেন প্রত্যেকটা শব্দের ওজন বুঝে নিচ্ছিলেন, কথাগুলোর বিরুদ্ধে সারবান যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করছিলেন যে, উদারনীতিক বুর্জোয়াদের পিছনে পিছনে নয়, এমনকি তাদের পাশাপাশিও নয় – নিজস্ব পথ ধরে চলাই শ্রমিকশ্রেণীর অধিকারের বিষয় এবং কর্তব্য। সর্বৈব অতি অসাধারণ; তিনি সব ঢেলে দিচ্ছিলেন ততটা নিজের ভিতর থেকে নয় – ইতিহাসেরই মূল উৎস থেকে। তাঁর বক্তব্যের সততা-অখণ্ডতা, মার্জিত রূপ, অকপটতা আর শক্তি – বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়ানো এই মানুষটির সবকিছু মিলে-মিশে হয়ে উঠল একটি শিল্পকর্ম। সবকিছু ঠিক-জায়গামতো। কোথাও একটু কিছুও অপ্রয়োজনীয় নয়, কোন রঙ-চড়ানো নয়, কিংবা তেমন কিছু থাকলেও সেটা নজরে পড়ে না, কেননা তাঁর বাক্-অলঙ্কার যেন মুখে দুটো চোখের মতো কিংবা হাতের পাঁচটা আঙুলেরই মতো অপরিহার্য।

আগে যাঁরা বলে গেছেন তাঁদের চেয়ে তিনি বললেন কমই, কিন্তু যে ছাপটা তিনি লাগিয়ে দিলেন সেটা ঢের বেশি। এটা মনে হল শুধু আমার নয় – আমার পিছন থেকে কাউকে কাউকে ফিসফিস করে বলতে শুনলাম : 'এই তো কথা বটে!' ঠিক তাইই বটে – কেননা, তাঁর প্রত্যেকটি যুক্তি নিজ আভ্যন্তরিক বলেই উদ্ঘাটিত হচ্ছিল, প্রকটিত হচ্ছিল।

মেনশেভিকদের মতে লেনিনের বক্তৃতাটা জঘন্য, লেনিন ব্যক্তিটি আরও জঘন্য; তারা একটুও না রেখে ঢেকেই সেটা প্রকাশও করল। পার্টির কাজের সমস্ত দিক পরখ করে নেবার জন্যে বৈপ্লবিক তত্ত্বের শিখরে শিখরে উঠবার জন্যে পার্টির প্রয়োজনটাকে তিনি যত প্রখরভাবে দেখাতে থাকলেন ততই বেশি বেশি শয়তানী ব্যাঘাত আসতে থাকল – 'এ কংগ্রেস দর্শনশাস্ত্রের জায়গা নয়!' 'আমাদের শেখাতে হবে না! ইস্কুলের ছাত্র পেয়েছ সব ?'

... বিরক্তি, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ আর বিদ্বেষের উত্তপ্ত ক্রুদ্ধ ঝাপটা লাগল হল ঘরটায়। শত শত চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ লেনিনের উপর – তাঁকে তারা দেখছিল ভিন্ন-ভিন্ন চোখে। বিরুদ্ধ আক্রমণগুলোয় তিনি একটুও বিচলিত হচ্ছিলেন বলে মনে হল না। তাঁর বক্তৃতায় উত্তেজনা ছিল, কিন্তু কথা বলছিলেন ওজন করে করে, একটুও অস্থিরতা ছিল না। বাইরে এই প্রশান্ত ভাব বজায় রাখবার জন্যে তাঁকে যে কি দিতে হয় সেটা আমি জানতে পেরেছিলাম কয়েক দিন পরে। কেবল তত্ত্বের সমুন্নত অবস্থান থেকেই পার্টি তার পার্থক্যগুলিকে দেখতে পায়, এই স্বতঃপ্রতীয়মান সত্য থেকেই আসছিল ঐ বিরুদ্ধাচরণ, এটা যেমন অদ্ভুত, তেমনি বেদনাদায়ক। আমার এই ধারণাই ক্রমাগত প্রবলতর হয়ে উঠছিল যে, কংগ্রেসে যত দিন যাচ্ছিল ততই ভ্লাদিমির ইলিচের জোর বাড়ছিল, তাঁর তেজ বাড়ছিল, তিনি ক্রমাগত বেশি নিশ্চিত হয়ে উঠছিলেন; দিন দিন তাঁর বক্তৃতাগুলি আরও দৃঢ় হয়ে উঠতে থাকল, সঙ্গে সঙ্গে, কংগ্রেসে গোটা বলশেভিক অংশটা হয়ে উঠছিল আরও মজবুত, আরও দৃঢ়সংকল্প। তাঁর বক্তৃতাগুলির উপর, মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে রোজা লুক্সেমবুর্গের চমৎকার কড়া-লড়াকু বক্তৃতাটাও আমার মনে প্রায় অতখানি নাড়া দিয়েছিল।

কয়েক ঘণ্টার, এমনকি মুহূর্তের ফুরসতেও তিনি থাকতেন শ্রমিকদের মধ্যে – তাঁদের জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাঁদের কাছে প্রশ্ন করে করে জানতেন : 'মেয়েদের অবস্থা কি? গৃহস্থালির কাজ তাঁদের পক্ষে বড় কষ্টকর – নয় কি? তাঁদের পড়াশুনা করবার কিংবা বই-কাগজ পড়ার সময় হয়?'

কংগ্রেসে লেনিন কার মনে কেমন রেখাপাত করেছেন তাই নিয়ে কয়েক জন শ্রমিক হাইড পার্কে বলাবলি করছিলেন; তাঁরা লেনিনকে আগে কখনও দেখেন নি। একজন শ্রমিকের মন্তব্যে তাঁদের মনোভাবের ধরনধারণ ফুটে উঠল : 'জানি নে ... ইউরোপে শ্রমিকদেরও হয়ত তাঁর মতো বিচক্ষণ কেউ রয়েছেন – হয়ত বেবেল, কিংবা অমনি আর কেউ। কিন্তু, এঁকে একেবারে প্রথম বার দেখতেই যা ভাল লাগল এমন আর কেউ থাকতে পারেন বলে মনে হয় না!'

আর একজন মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তার উপর বললেন : 'উনি আমাদেরই একজন।'

'তেমনি প্লেখানভ!' বলল আর একজন।

উত্তর হল : 'প্লেখানভ হলেন মাস্টার-মশাই, কর্তা, আর লেনিন হলেন কমরেড আর নেতা!'

... একবার ভ্লাদিমির ইলিচ রেস্তরাঁয় যাবার পথে একজন মেনশেভিক শ্রমিক এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলে। এই তরুণটি তাঁকে কি যেন জিজ্ঞাসা করল; লেনিন আস্তে আস্তে চলতে চলতে আর সবার পিছনে পড়ে গেলেন। মিনিট পাঁচেক পরে রেস্তরাঁয় পৌঁছে তিনি একটু ভ্রু কুঁচকে বললেন : 'এমন অতি-সরল ছেলে একেবারে পার্টি কংগ্রেস অবধি পৌঁছে গেল – অদ্ভুত বটে! আমাদের মতভেদের আসল কারণটা সে জানতে চাইল। 'তা' আমি বললাম, 'আপনারা কমরেডরা পার্লামেন্টে গিয়ে বসতে চান, আর আমরা নিশ্চিত যে, শ্রমিকশ্রেণীর তৈরি হওয়া চাই লড়াইয়ের জন্যে।' বুঝল বোধহয় আমার কথাটা ...'

আমরা অল্প কয়েকজন সব সময়েই এই ছোট সস্তার রেস্তরাঁটায় খেতাম। আমি লক্ষ করেছিলাম ভ্লাদিমির ইলিচ খেতেন কম : একটা অমলেট, এক টুকরো বেকন, আর তার সঙ্গে এক পাত্র ঘোর রঙের ঘন বীয়ার। স্পষ্টতই নিজের কথা তিনি ভাবতেন না একটুও – যদিও শ্রমিকদের জন্যে তাঁর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল আশ্চর্য। শ্রমিকদের খাবার ব্যবস্থা করবার ভার ছিল ম. ফ. আন্দ্রেয়েভার উপর – তাঁর কাছে তিনি বারবার জানতে চাইতেন : 'আমাদের কমরেডদের খাবার যথেষ্ট হচ্ছে তো? পেট ভরছে তো সবার? হুঁ ... দেখবেন, স্যান্ডউইচ আরও কিছু বেশি করলে বোধহয় ভাল হয়?'

... ১৯১৮ সালের শরৎকালে সরমভোর শ্রমিক দ্মিত্রি পাভলভের কাছে জানতে চেয়েছিলাম তাঁর মতে লেনিনের কোন বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি নজরে পড়ে।

'সরলতা! তিনি একেবারে সত্যেরই মতো সহজ-সরল', এতটুকু ইতস্তত না করে তিনি এই উত্তর দিলেন – যেন দীর্ঘকাল যাবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত একটা বাস্তব উপাদানের পুনরুক্তি করলেন মাত্র।

... তাঁর মনে যাকিছু ছাপ পড়ত সেগুলি যে কী স্বাভাবিকভাবে, কী অনায়াসে মিলিত হয়ে একটিমাত্র চিন্তাধারায় পরিণত হত তার বর্ণনা দেওয়া বড় শক্ত।

কম্পাসের কাঁটার মতো তাঁর চিন্তা সব সময়েই ঘুরে দাঁড়াত মেহনতী মানুষের শ্রেণী-স্বার্থের দিকে। ... পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনে বিশৃঙ্খলার কথা তিনি বললেন, বললেন কী বিরাট পরিমাণ কাঁচামালের অপচয় হয়, এবং এ বিষয়ে বই লেখার কথা কেউ এখনও ভাবে নি বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। কথাটা আমার কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হল না, – কিছু প্রশ্ন করব, কিন্তু ইতোমধ্যেই দেখি বিশেষ ধরনের নাট্যশিল্প রূপ হিসেবে 'খামখেয়ালীপনা' সম্বন্ধে তিনি রীতিমতো চিত্তাকর্ষক কথা জুড়ে দিয়েছেন।

'এ হল যা প্রচলিত তার প্রতি ব্যঙ্গ কিংবা সংশয়ের মনোভাব, সেটাকে ভিতর-বার উল্টো করে দেখাবার প্রবল তাগিদ, সেটাকে একটু বিকৃত করে, যাকিছু প্রচলিত তার মধ্যেকার অযৌক্তিক উপাদানটাকে খুলে ধরবার ব্যাপার। বেশ জটিল – আর চিত্তাকর্ষক।'

দু' বছর পরে কাপ্রিতে কাল্পনিক উপন্যাস নিয়ে আ. আ. বগ্দানভ-মালিনভস্কির সঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেছিলেন : 'সমস্ত তৈল, লোহা, কাঠ, আর কয়লার অপচয় করে পুঁজিবাদী লুটেরারা কিভাবে পৃথিবীটাকে ছারখার করেছে তাই নিয়ে শ্রমিকদের জন্যে একখানা উপন্যাস আপনার লেখা উচিত ছিল। বইখানা কাজের হত, শ্রীমান মাখপন্থী!'

... প্যারিসে একটি ছাত্রের ছোট দু'-কামরা ফ্ল্যাটে তাঁর সাথে আমার আবার দেখা হয়েছিল ...। চা দিয়ে নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনাক্রুপস্কায়া কোথায় যেন গেলেন – শুধু আমরা দুজনে রইলাম। ...

নিজস্ব আশ্চর্য সতেজ ভঙ্গিতে আর স্বচ্ছ করে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন ... কতকগুলো প্রমাণ দেখিয়ে বললেন, যুদ্ধ আসতে দেরি নেই – এবং বোধহয় একটা নয়, একটার পর একটা করে কয়েকটা যুদ্ধ।' এই ভবিষ্যদ্বাণী অনতিবিলম্বেই খেটে গেল বলকানে।

... 'যুদ্ধ আসছে। এটা অনিবার্য। পুঁজিবাদী দুনিয়াটা পঁচে-গলে গেঁজে উঠেছে, লোকে শোভিনিজম আর জাতীয়তাবাদের বিষ গিলতে আরম্ভ করেছে। আমার মনে হয় একটা সারা ইউরোপ-জোড়া যুদ্ধই আসছে। প্রলেতারিয়েত? রক্তস্নান রোধ করবার শক্তি প্রলেতারিয়েতের হবে বলে তেমন মনে করতে পারছি নে। কি করে সম্ভব? সারা ইউরোপ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘট? শ্রমিকরা সে জন্যে যথেষ্ট সংগঠিতও নয়, যথেষ্ট শ্রেণীসচেতনও নয়। এমন ধর্মঘট হবে গৃহযুদ্ধের সূচনা, কিন্তু বাস্তববাদী রাজনীতিক হিসেবে আমরা তেমন কিছুর উপর নির্ভর করতে পারি নে।'

একটু থেমে ভাবতে ভাবতে জুতোর তলা দিয়ে মেঝেয় ঠোকা দিতে দিতে বিষণ্ন গলায় বললেন : 'স্বভাবতই, প্রলেতারিয়েতের ক্ষতি হবে ভয়ানক, – আপাতত প্রলেতারিয়েতের কপালে তাইই আছে। তবে, প্রলেতারিয়েতের শত্রুরাও পরস্পরকে দুর্বল করে দেবে; সেটাও অবশ্যম্ভাবী।'

উনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। বিস্ময়ের সুরে, জোর দিয়ে, কিন্তু শান্তভাবে বললেন, 'ভাবুন তো একবার ব্যাপারটা! ভুরিভোজে পরিতৃপ্ত যারা তারা খেতে-না-পাওয়া মানুষগুলোকে কাটাকাটির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে কিসের জন্যে – ভাবুন একবার! ভাবতে পারেন, এর চেয়ে নির্বোধ, এর চেয়ে জঘন্য পাপাচার আর কিছু হতে পারে? এর জন্যে শ্রমিককে ভয়াবহ মূল্য দিতে হবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত জয়ী হবে শ্রমিক; সেটাই ইতিহাসের অনুজ্ঞা।'

ইতিহাসের কথা তিনি বলতেন প্রায়ই, কিন্তু ইতিহাসের অনুজ্ঞা আর ক্ষমতা যেন নিয়তির মতো বলে সেটা মাথা পেতে মেনে নেবার মতো কোনো কথা তাঁর মুখে কখনও শুনিনি।

... তবে, কাপ্রিতে দেখেছিলাম আরও এক লেনিনকে : অতি চমৎকার কমরেড, হাসিখুশি মানুষটি – দুনিয়ায় সবকিছুর প্রতি তাঁর অখর্ব আগ্রহ, মানুষের প্রতি আশ্চর্য সহৃদয় তাঁর ব্যবহার।

... ১৯১৯-এর নিদারুণ, ভুখা বছরটায় কমরেডরা এবং বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সৈনিক আর কৃষকেরা লেনিনকে যে খাবার পাঠাতেন সেগুলো খেতে তিনি লজ্জা পেতেন। তাঁর ফ্ল্যাটটা মোটেই আরামের ছিল না – সেখানে সব পার্সেল এলে তিনি ভ্রূকুটি করতেন, বিব্রত বোধ করতেন, তারপরে, যাঁরা অসুস্থ কিংবা তাঁর কমরেডদের মধ্যে যাঁরা পুষ্টির অভাবে দুর্বল তাঁদের মধ্যে ময়দা, চিনি আর মাখন ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতেন। আমাকে তাঁর সঙ্গে খেতে ডেকে বললেন : 'আস্ত্রাখান থেকে কিছু ধূম-শুঁটকি মাছ – খাওয়াতে পারি আপনাকে।'

সক্রেটিস-ধাঁচের ভ্রূজোড়া কুঁচকে তেরচা প্রখর দৃষ্টি ফেলে তিনি আরও বললেন : *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সুন্দরবন রক্ষায় জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ ও রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবি

খাগড়াছড়ি : বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র ও শিশু কিশোর মেলা খাগড়াছড়ি জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে ১৮ ডিসেম্বর শহরের শাপলা চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানে তালেবানের আক্রমণে নিহত শিশুদের স্মরণে স্থাপিত অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুস্পমাল্য অর্পণ ও এক মিনিট নীরবতা পালন করে মানববন্ধনের কার্যক্রম শুরু হয়। অরিন্দম কৃষ্ণ দে'র পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সভাপতি নাজির হোসেন, কলেজ সদস্য সচিব স্বাগতম চাকমা, জেলা সংগঠক কৃষ্টি চাকমা, হিরু চাকমা, হায়দার আলী ও ম্রাবাই মারমা। বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক উসকানি বন্ধ, জে.এস.সি পরীক্ষার্থী উমেপ্রু মারমার হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, বিপন্ন সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজীবীদের রক্ষায় আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

চট্টগ্রাম : ২১ ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র চট্টগ্রাম নগরের আহ্বায়ক জাহেদুন্নবী কনকের সভাপতিত্বে ও রাজেশ্বর দাশ গুপ্ত'র পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের সংগঠক জয় বনিক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মিশু দত্ত।

মাদক-জুয়া, অশ্লীলতা-অপসংস্কৃতি ও নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে নারীমুক্তি কেন্দ্রের বিক্ষোভ

গাইবান্ধায় জেলা প্রশাসক অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট

দিনাজপুর : ১২ জানুয়ারি বেলা ১২টায় দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের দিনাজপুর জেলা সংগঠক আরজুনা বেগম-এর পরিচালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মাসুমা আক্তার, বাসদ (মার্কসবাদী) দিনাজপুর জেলার সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম সবুজ। বক্তারা বলেন, সারা দেশব্যাপী রাজনৈতিক মদত ও প্রশাসনের সহযোগিতায় মাদক ব্যবসা এবং যাত্রা ও জুয়ার আয়োজন চলছে। এর প্রভাব গোটা সমাজব্যাপী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে নারী নির্যাতন-অশ্লীলতা সমাজকে গ্রাস করছে। এর বিরুদ্ধে সমাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য বক্তারা আহবান জানান।

রংপুর : নারীমুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ১২ জানুয়ারী সকাল ১১টায় নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল এবং কাচারী বাজার চত্বরে মানববন্ধন-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা নেতা আলো বেগমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ, কামরুন্নাহার খানম শিখা, নন্দিনী দাস, ফাহমিদা হক প্রমুখ।

রাঙ্গামাটির কাপ্তাই-তে পাহাড়ী কিশোরী উম্রা চিং মারমাকে ধর্ষণের পর হত্যার বর্বরোচিত ঘটনার বিচারের দাবিতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ২০ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তানে তালেবানের হাতে স্কুল ছাত্র হত্যাকাণ্ড

বাসদ (মার্কসবাদী)-র নিন্দা ॥ সারাদেশে প্রতিবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে গত ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানে উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠী তালেবান কর্তৃক বর্বরোচিত স্কুল ছাত্র হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি কতটা গণতন্ত্র ও সভ্যতাবিরোধী – এ ঘটনায় বিশ্ববাসী আরেকবার প্রত্যক্ষ করল। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ মদদে গড়ে উঠা এ ধরণের ঘৃণ্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে দেশে দেশে আন্দোলন গড়ে তোলা আজ জরুরি কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঢাকা : মৌলবাদী জঙ্গিগোষ্ঠী তালেবান কর্তৃক পাকিস্তানে বর্বর হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১৭ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্ত্তী রিন্টু, নাঈমা খালেদ মনিকা।

সিলেট : শিশু কিশোর মেলা সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ১৭ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মেলার সিলেট জেলার সংগঠক লিপন আহমেদের সঞ্চালনায় সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলার নেতা এড. হুমায়ুন রশীদ শোয়েব, ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার সভাপতি রেজাউর রহমান রানা, মেলার সংগঠক রুবাইয়াৎ আহমেদ, মাসুদুল করিম সোহাগ প্রমুখ।

চাঁদপুর : শিশু কিশোর মেলা'র উদ্যোগে ২২ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় চাঁদপুর শপথ চত্বরে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির চাঁদপুর জেলা আহ্বায়ক এড. আবু তাহের পাটওয়ারী, শিশু কিশোর মেলার সংগঠক রহিমা আক্তার কলি, ছাত্র ফ্রন্ট নেতা বিধুভূষণ নাথ পলাশ, সাদ্দাম হোসেন।

বিভিন্ন স্থানে শীতবস্ত্র বিতরণ

হবিগঞ্জ : বাসদ (মার্কসবাদী) ও শিশু কিশোর মেলা হবিগঞ্জ জেলার উদ্যোগে ২৮ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় চুনারুঘাট লস্করপুর চা বাগানে শিশু-বৃদ্ধসহ শতাধিক শ্রমিকদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ(মার্কসবাদী) হবিগঞ্জ জেলার সংগঠক শফিকুল ইসলাম, লস্করপুর পঞ্চায়েত কমিটির অর্থ সম্পাদক অজয় বাউড়ী। শীতবস্ত্র বিতরণকালে সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসার মত মৌলিক অধিকারগুলো সকল জনগণকে দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। শীতের তীব্র আক্রমণে শীতবস্ত্রহীন মানুষরা কষ্ট পাচ্ছে। চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি মাত্র ৭৯ টাকা। এ টাকায় তাদের পরিবারের ন্যূনতম চাহিদাও পুরণ করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে মৌলিক চাহিদা পূরণ ও চা শ্রমিকদের দৈনিক ৩০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।

কিশোরগঞ্জ : বাসদ (মার্কসবাদী) হোসেনপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে গোবিন্দপুর ইউনিয়ন কার্যালয়ে শীতার্ত দরিদ্র মানুষের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পার্টির উপজেলা শাখার আহ্বায়ক আলাল মিয়া, ছাত্র ফ্রন্টের জেলা শাখার সহ-সভাপতি সুমন দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ঢাকা : চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও শিশু কিশোর মেলা-র উদ্যোগে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বাসদ(মার্কসবাদী) মীরপুর-পল্লবী আঞ্চলিক শাখার সহযোগিতায় ২৬ ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় মীরপুর দুয়ারীপাড়া বস্তিতে এবং বিকাল ৫টায় মীরপুর সাড়ে ১১নং বাসস্ট্যাণ্ড সংলগ্ন বাসদ কার্যালয়ে এই শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণের পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বাসদ(মার্কসবাদী) মীরপুর-পল্লবী আঞ্চলিক শাখার সমন্বয়ক কল্যাণ দত্ত, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-এর সংগঠক সুস্মিতা রায় সুপ্তি।

খাগড়াছড়ি : গত ২৭ ডিসেম্বর সকাল ৮টায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে পানছড়ি উপজেলার লোগাং তারাবন ভাবনা কেন্দ্রের পূর্ব উত্তরে শান্তি পাড়া ও বাগ্নি আদামে মারমা-চাকমা অধ্যুষিত এলাকায় শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কলেজ শাখার সদস্য সচিব স্বাগতম চাকমা ও বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের জেলা সংগঠক অরিন্দম কৃষ্ণ দে।

রংপুর : বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় রংপুর নগরীর জি এল রায় রোডস্থ সাম্যবাদ কার্যালয়ে প্রায় অর্ধ শতাধিক শীতার্ত দুঃস্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা কমিটির সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু। গত ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় রংপুর নগরীর ৩৩ নং ওয়ার্ড হোসেন নগরে প্রায় শতাধিক শীতার্ত দুঃস্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়াও পীরগাছা উপজেলা শাখার উদ্যোগে ৯ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় উপজেলার আরাজি ঝিনিয়াসহ মওলানা ভাসানী স্মৃতি পাঠাগার প্রাঙ্গনে প্রায় শতাধিক মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

গাইবান্ধা : বাসদ (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে ফজলুপুর ইউনিয়নের কোচখালিচরে অসহায় দুঃস্থ মানুষদের মাঝে কম্বলসহ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত জনসাধারণের মাঝে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সদস্য কাজী আবু রাহেন শফিউল্যা খোকন, ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান, শফিক আহমেদ, শামিম আরা মিনা, পরমানন্দ দাস প্রমুখ।

চা বাগানে চিকিৎসা সহায়তা ও ঔষধ প্রদান কর্মসূচি

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন-এর আয়োজনে ২৫ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা থেকে দিনব্যাপী হবিগঞ্জের রশিদপুর চা বাগানে চিকিৎসা সহায়তা ও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচিতে প্রগতিশীল চিকিৎসক ফোরামের কেন্দ্রীয় আহবায়ক ডা. মুজিবুল হক আরজু-এর পরিচালনায় শতাধিক চা শ্রমিককে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বীরেন সিং। তিনি বলেন, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসাসহ মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাষ্ট্র এ সকল মৌলিক অধিকারের কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না। চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি মাত্র ৬৯ টাকা। এ সকল শ্রমিকদের পক্ষে টাকা দিয়ে চিকিৎসা সেবা নেয়ার কোনও উপায় নেই, তাই আমাদের বাধ্য হয়ে এই কর্মসূচি নিতে হচ্ছে।

শোক প্রকাশ

বাসদ (মার্কসবাদী) নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার সংগঠক কমরেড শরীফ উল্লাহ গত ১৬ জানুয়ারি অসুস্থতাজনিত কারণে ধীপপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

বাসদ (মার্কসবাদী) নোয়াখালী জেলার আহ্বায়ক অধ্যাপক মতিনউদ্দিন আহমেদ ও সদস্য সচিব দলিলের রহমান দুলাল এক যুক্ত বিবৃতিতে কমরেড শরীফ উল্লাহর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁস

শিক্ষা ও নৈতিকতার ধ্বংস রুখতে আন্দোলনে ছাত্র ফ্রন্ট

চট্টগ্রাম : প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে শিক্ষা ও নৈতিকতা ধ্বংস বন্ধ করার দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখার উদ্যোগে ২০ ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে একটি সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আমির হোসেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদৌস পপি, প্রোগ্রেসিভ ডক্টরস ফোরামের আহ্বায়ক ডা. সুশান্ত বড়ুয়া ও রেলওয়ে সিটি কর্পোরেশন পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উত্তম কুমার, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রিগ্যান মজুমদার, ডলফিন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ, এড. বিশুময় দেব ও অভিভাবকবৃন্দের পক্ষ থেকে নাঈম উদ্দিন। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগরের সভাপতি তাজ নাহার রিপনের সভাপতিত্বে সমাবেশ পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আরিফ মঈনুদ্দিন।

অব্যাহত প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে যশোরে মানববন্ধন

চাঁদপুর : গত ১০ ডিসেম্বর চাঁদপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করে ছাত্র ফ্রন্ট চাঁদপুর সরকারি কলেজ শাখা। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রহিমা আক্তার কলি, পরিচালনা করেন সংগঠক সাদ্দাম হোসেন, বক্তব্য রাখেন শিশির মাহমুদ সাদ্দাম ও বাদল চন্দ্র।

যশোর : ছাত্র ফ্রন্ট যশোর জেলা শাখার উদ্যোগে ১১ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণেন্দু মন্ডল, বক্তব্য রাখেন উজ্জ্বল বিশ্বাস, উৎপল কুমার ঘোষ, ইমরান খান ও ঋজু খান।

গাজীপুর : জেলা শাখার উদ্যোগে ১২ জানুয়ারি বেলা ১২টায় কাশিমপুর শিল্পাঞ্চলের কাশিমপুর হাইস্কুলের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মেলার সংগঠক মুরাদ, জহির, স্থানীয় বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা মশিউর রহমান খোকন ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শরীফুল চৌধুরী।

স্কুলছাত্রদের অংশগ্রহণে ‘মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গাঁথা’

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শিশু কিশোর মেলা সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ২৫ ডিসেম্বর শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজে ‘মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গাঁথা’ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। দিনব্যাপী এ আয়োজনে সিলেটের বিভিন্ন স্কুলের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে দেয়ালিকা প্রতিযোগিতা, কিশোর মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবী চরিত, মুক্তিযুদ্ধের গল্প, ঐতিহাসিক সময়ের ছবি প্রদর্শনী, কুইজ, মুক্তিযোদ্ধের চিঠি লেখা, গান-আবৃত্তি ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের ‘শহীদ মতিউর’,‘শহীদ রুমি’, ‘শহীদ আজাদ’,‘কিশোর মুক্তিযোদ্ধা পুতুল’ এবং ‘কিশোর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল’ নামে মোট ৫টি দলে ভাগ করা হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে স্কুলছাত্রদের নির্মিত দেয়ালিকা ‘মুক্তির জয়গান’, ‘মুক্তির ডাকে আমরা’, ‘কিশোরদের চেতনায় ৭১’ এবং ‘ফিরে দেখা’ প্রকাশিত হয়। দেয়ালিকা মূল্যায়ন করেন সিলেটের সাংস্কৃতিক সংগঠক অনিমেষ বিজয় চৌধুরী, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের শিক্ষক খন্দকার দাহিরুল ইসলাম মিথুন। এ সময় ৭১-এর রণাঙ্গণ থেকে ‘মুক্তিযোদ্ধার চিঠি’ পঠিত হয় এবং পরবর্তীতে ‘মুক্তিযোদ্ধার চিঠি’ লিখা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ‘মুক্তিযোদ্ধার চিঠি’র মূল্যায়ন করেন সিলেটের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এড. গোলাম সোবহান চৌধুরী দীপন এবং এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব। পরবর্তীতে গত ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পেশোয়ারে তালেবান হামলায় নিহত শিশুদের প্রতি অস্থায়ী শোকস্তম্ভে শোকজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রথম অংশ শেষ হয়।

দুপুরের খাবার বিরতির পর বীর মুক্তিযোদ্ধা সুবল চন্দ্র পাল তাঁর যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ২য় পর্বের সূচনা করেন। এ সময় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ৬ জন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে এবং ঐতিহাসিক সময়ের ছবি দ্বারা নির্মিত ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। সারা দিনের সমস্ত আয়োজনের ভিত্তিতে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরা ২টি ভাগে বিভক্ত হয়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাঈমা খালেদ মনিকা, স্কুল বিষয়ক সম্পাদক তাজ নাহার রিপন, লিপন আহমেদ প্রমুখ। সর্বশেষ গান-আবৃত্তি এবং ‘আমরা করবো জয়’ গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

কারমাইকেলে ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা
ছাত্র ফ্রন্ট নেতা আহত

অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ফরম পূরণের বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে রংপুর কারমাইকেল কলেজে ২১ ডিসেম্বর বেলা ১২টায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যাংক অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংক অবরোধ চলাকালে কলেজ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল-ছাত্র সমাজ যৌথভাবে সশস্ত্র হামলা চালায়। হামলায় গুরুতর আহত ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান সরকারকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এছাড়াও ছাত্র ফ্রন্ট কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক হোজায়ফা সাকওয়ান জেলিড, সহ-সম্পাদক এম নিয়াজ, অর্থ সম্পাদক ফাহমিদা আহমেদ, পাঠাগার সম্পাদক শাপলা রায়, দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মিজানুর রহমান মিজানসহ প্রায় ১৫ জন শিক্ষার্থী হামলায় আহত হয়।

এবছর দ্বিতীয় বর্ষের ফরম পূরণের ফি গত বছরের চেয়ে গড়ে প্রায় ১ হাজার টাকা বাড়িয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রশাসন। অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ফরম পূরণের বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে গত ১৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় আন্দোলন। ধারাবাহিক আন্দোলনের মুখে কলেজ প্রশাসন ২০০ টাকা বর্ধিত ফি কমানোর ঘোষণা দেয়। শিক্ষার্থীরা কলেজ প্রশাসনের এই ঘোষণাকে প্রত্যাখান করে নিয়মবহির্ভূত ও অযৌক্তিক সকল প্রকার বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। এর অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা যখন শান্তিপূর্ণভাবে ব্যাংকের সামনে অবরোধ কর্মসূচি পালন করছিল সে সময়ই কলেজ প্রশাসনের মদদে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল-ছাত্রসমাজ মিলিতভাবে হামলা চালায়।

একই ঘটনার জের ধরে পরদিন ২২ ডিসেম্বর বেলা ১টার সময় ছাত্রলীগ কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক জুবায়েদুর রহমান মোহন ও জয়ন্ত সরকারের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী ছাত্র ফ্রন্টের টেন্টে হামলা চালিয়ে কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক হোজায়ফা সাকওয়ান জেলিডসহ ৭/৮ জন নেতা-কর্মীকে আহত করে।

রাঙামাটিতে সাম্প্রদায়িক হামলা এবং প্রশাসনের নিরব ভূমিকায় উদ্বেগ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আজ ১০ জানুয়ারি সংবাদমাধ্যমে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে রাঙামাটিতে মেডিকেল কলেজের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে সরকারি দলের মদদে প্রতিবাদকারীদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা এবং প্রশাসনের নিরব ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, রাঙামাটিতে মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম স্থগিত দাবিতে আন্দোলনকারীদের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে সরকারি দলের মদদে একদল সন্ত্রাসী আন্দোলনকারীদের উপর এবং পরবর্তীতে পাহাড়ি জনগণের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বিবৃতিতে বলেন, রাঙামাটিতে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের বিষয়ে স্থানীয় জনগণ তাদের যুক্তি তুলে ধরে আপত্তি জানিয়ে আসছে। জনগণের এই আপত্তি অগ্রাহ্য করেই সরকার সেখানে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। তারই অংশ হিসাবে আজ আন্দোলনকারীদের উপর হামলা চালানো হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাত বাঁধানোর অপচেষ্টা চলেছে। পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে স্থানীয় জনগণ এই সাম্প্রদায়িক হামলা প্রতিহত করেছে। অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সম্পূর্ণ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী অবিলম্বে স্থানীয় জনগণের আপত্তি আমলে নিয়ে উদ্ভূত সমস্যার যৌক্তিক সমাধান এবং হামলাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেন।

মাস্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসি দিবস পালিত

চট্টগ্রাম : ১২ জানুয়ারি মাস্টারদা সূর্যসেনের ৮১তম ফাঁসি দিবসে বাসদ (মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে শহরের জে এম সেন হলস্থ সূর্যসেনের ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ নেতা অপু দাশ গুপ্ত, শফিউদ্দীন কবির আবিদ, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ইনচার্জ ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা প্রমুখ। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাস্টারদার ফাঁসি দিবস স্মরণে ১২ জানুয়ারি বিকালে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চট্টগ্রাম শহরের টি.আই.সি অডিটোরিয়ামে মঞ্চায়ন করে নাটক ‘প্রীতিলতা’। তাপস চক্রবর্তী রচিত নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন আবির মন্ডল। সঙ্গীত পরিকল্পনায় ছিলেন ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা। নাটকটিতে ভগৎ সিং, সূর্য সেন ও প্রীতিলতা চরিত্রে অভিনয় করেছেন রুমেল বড়ুয়া, ইমরান হোসেন ও নিশিগন্ধা দাশগুপ্তা। এতে অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মামুনুল হক, নাজমুল হুদা, প্রবাল মজুমদার, মেজবাহ্ উদ্দীন, রিষিকা আদিল, লিটু দেব নাথ, শারাবান তাহুরা কুমকুম, তাপস চক্রবর্তী, অশোক সুমন ও রাজীব মজুমদার। নাটকটির দু'টি মঞ্চায়ন অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা : শিশু কিশোর মেলা মীরপুর আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে ১২ জানুয়ারি সূর্য সেন-এর প্রতিকৃতি সম্বলিত ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টায় শিশু কিশোর মেলার আঞ্চলিক কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সাইফুল হাসান মুনাকাত-এর সভাপতিত্বে ও জ্যোতির্ময় চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা ডা. মুজিবুল হক আরজু, শিক্ষক কাজী সালামতউল্লাহ, নাঈমা খালেদ মনিকা, আমিনুল ইসলাম, তৌহিদ হোসেন সাগর। আবৃত্তি করেন গোলাম রাব্বানী প্লাবন।

বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ শাখার উদ্যোগে মাস্টারদার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও আলোচনা সভা কলেজ শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব আব্দুর রহমান, মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মনিরুজ্জোহা, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আবু নাঈম রাফি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রী চক্রবর্ত্তী রিন্টু। সভা পরিচালনা করেন বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের সংগঠক ছায়েদুল হক নিশান।

ঢাবি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে ১৩ জানুয়ারি রাত সাড়ে আটটায় ছাত্র সংসদ কক্ষে আলোচনা সভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। হলের সংগঠক সাদিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও মাসুদ আল মাহাদি অপুর পরিচালনায় আলোচনা করেন বাসদ(মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য ফকরুদ্দিন কবির আতিক, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রী চক্রবর্তী রিন্টু, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রাশেদ শাহরিয়ার। আলোচনা শেষে ‘লিজেন্ড অব ভগৎ সিং’ সিনেমাটি প্রদর্শিত হয়।

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ঢাবির ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে ১৪ জানুয়ারি দুপুর দেড়টায় মাস্টারদা সূর্যসেন ও চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের উপর নির্মিত ‘চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন’ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এর আগে সকাল থেকে ফ্যাকাল্টি প্রাঙ্গণে মাস্টারদার জীবনের উপর আলোকচিত্র ও তথ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনা : ১২ জানুয়ারি কুয়েটে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে মাস্টারদা সূর্যসেনের অস্থায়ী বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রুহুল আমিন।

লেনিন স্মৃতি

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) 'সবাই জিনিসপত্র পাঠিয়ে চলেছে – যেন আমি তাদের মালিক! কিন্তু এটা ঠেকাই বা কেমন করে? নিতে অস্বীকার করলে কেউ দুঃখিত হবে। অথচ, সর্বত্র সবাইই তো না-খেতে-পাওয়া।'

তাঁর কোনো বিশেষ চাহিদা ছিল না, মদ্যপান আর ধূমপান বিষয়টাই তাঁর জানা ছিল না, সকাল থেকে রাত অবধি ব্যস্ত থাকতেন কঠিন আর জটিল সব কাজে, নিজের প্রয়োজনের দিকে নজর দিতে তিনি একেবারেই জানতেন না, তবু, নিজের কমরেডদের জীবনযাত্রার উপর কিন্তু প্রখর নজর রাখতেন। একদিন ডেস্কে বসে কি যেন লিখছিলেন।

'এই যে, কেমন আছেন?' কাগজ থেকে কলম একটি বারও না তুলেই তিনি বললেন, 'এক মিনিট শেষ করছি। এক প্রদেশে একজন কমরেড একেবারে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে গেছেন – স্পষ্টতই তিনি ক্লান্ত। তাঁর মন ভাল করবার চেষ্টা করা দরকার। মানুষের মেজাজ দরকারী জিনিস!'

... নিজের সম্বন্ধে তিনি এত উদাসীন ছিলেন যে, এমন সব বিষয় নিয়ে কখনও কারও সঙ্গে কথা বলেন নি, তেমনি, নিজের অন্তরে কোনো ঝড় বইতে থাকলে সেটা গোপন রাখতে লেনিনের চেয়ে ভাল আর কেউ পারতেন না। একবার মাত্র, গোরকি-তে যেন কার ছেলেমেয়েদের আদর করতে করতে বলেছিলেন : 'এরা আমাদের চেয়ে ভাল থাকবে; আমাদের যা-কিছুর ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে তার অনেককিছু এদের অজ্ঞাতই থেকে যাবে। এদের জীবন অত কঠোর হবে না।'

পাহাড়ের গায়ে শান্ত-স্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে গ্রামখানি – সেদিকে তাকিয়ে কিন্তু তিনি বিষণ্ন সুরে বললেন : 'তবে, যা-ই হোক না কেন, ওদের আমি হিংসে করি নে। আমাদের প্রজন্ম আশ্চর্য ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন একটা কাজ করতে পেরেছে। যে-অবস্থা আমাদের বরদাস্ত করতে হয়েছে, যা কঠোর ছিল আমাদের জীবন, সেটা সবাই বুঝবে এবং সেটার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হবে। এটা সবাই বুঝবে – সবটাই বুঝবে!'

... তখন তিনি অসুখের মুখে এবং একেবারে ক্লান্ত-অবসন্ন, তবু ১৯২১ সালের ৯ আগস্ট তারিখে তিনি আমাকে এই সংক্ষিপ্ত পত্র লিখেছিলেন : 'আ. ম.!' 'আপনার চিঠিখানা ল. ব. কামেনেভের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি বড় ক্লান্ত – কিছু করতে পারছি নে। এখনও আপনার রক্ত-ওঠা রোগ হচ্ছে, তবু আপনি যাবেন না! এটা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অবিবেচনার কাজ। ইউরোপের কোনো ভাল স্বাস্থ্যনিবাসে গেলে আপনি ভাল হয়ে যাবেন এবং তিন-গুণ বেশি কাজ করতে পারবেন। আমাকে বিশ্বাস করুন, এখানে কোনো সুচিকিৎসা হবে না, এখানে শুধু বাহ্যাড়ম্বর আর হয়রানি, নিরর্থক বাহ্যাড়ম্বর আর হয়রানি, কিন্তু বিশেষ কিছু হবার নয়। এখনই চলে যান – ভাল হয়ে ওঠুন। আমি মিনতি করে বলছি, অমন একগুঁয়ে হবেন না! – 'আপনার লেনিন'

আশ্চর্যভাবে লেগে থেকে এক বছরের বেশি সময় ধরে তিনি আমাকে রাশিয়ার বাইরে যেতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে চলেছিলেন, আর ঠিক ভেবে পেতাম না যে, নিজের কাজে একেবারে নিমগ্ন থেকেও কী করে তাঁর মনে থাকত কোথায় কে অসুস্থ, তার বিশ্রাম দরকার। এ রকমের চিঠি তিনি লিখতেন বিভিন্ন লোকের কাছে – বোধহয় এমন কুড়ি-কুড়ি লোকের কাছে। ...

... তিনি এমন একজন রাশিয়ান যিনি দীর্ঘকাল যাবত রাশিয়ার বাইরে থেকে দেশকে মনোযোগ দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, তাতে তাঁর মনে হয়েছে, দূর থেকে দেখতে দেশ আরও বেশি প্রাণবন্ত, আরও বেশি বর্ণাঢ্য। দেশের নিহিত সুপ্ত শক্তি – জনগণের অসাধারণ প্রতিভা, তখনও যার প্রকাশ হয়েছে ক্ষীণ, যাকে ইতিহাস জাগিয়ে তোলে নি, যা তখনও চলছিল খুঁড়িয়ে, তখনও নিরানন্দ, তার নির্ভুল মূল্যায়ন তিনি করেছিলেন: তিনি দেখেছিলেন, দেশের সর্বত্র রয়েছে প্রতিভা এবং সবকিছু সত্ত্বেও, সেই প্রতিভা রাশিয়ার অদ্ভুত জীবনের বিষণ্ন পটভূমিটাকে ছেয়ে রয়েছে সোনালী তারার মতো।

এই দুনিয়ার মানুষের মতো মানুষ ভ্লাদিমির লেনিন চলে গেছেন। যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁদের উপর বেদনাদায়ক আঘাত হয়ে এসেছে এই মৃত্যু – অতি বেদনাদায়ক এ আঘাত!

কিন্তু মৃত্যুর কালো রেখাটা তাঁর গুরুত্বটিকে – পৃথিবীর মেহনতী মানুষের এই নেতার গুরুত্বটিকে সারা পৃথিবীর দৃষ্টিতে আরও বিশিষ্ট করেই তুলবে।

তাঁর বিরুদ্ধে সৃষ্টি করা বিদ্বেষের মেঘ, তাঁকে ঘিরে ছড়ানো মিথ্যা আর কুৎসার মেঘ যদি আরও ঘনও হত, তবু, উন্মত্ত পৃথিবীর দমবন্ধ করা অন্ধকারের মধ্যে তিনি যে আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছিলেন সেটা একটুও নিষ্প্রভ হত না।

সারা পৃথিবীরই কাছে এতখানি স্মরণীয় মানুষ আর কেউ নন। ...

বিদ্যুৎ-গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির পরিকল্পনা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ অব্যাহত

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সুশান্ত সিনহা, রেজাউর রহমান রানা, সাজিউল ইসলাম সাইফুল, রুবেল মিয়া, অনীক চন্দ।

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে ১৫ ডিসেম্বর রাতে চৌধুরী বাজার খোয়াই মুখে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং এনামুল হকের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট বৃন্দাবন কলেজ শাখার আহ্বায়ক জসিম উদ্দিন, মহসিন সরদার।

দিনাজপুর : বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা দিনাজপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাম মোর্চা দিনাজপুর জেলার সমন্বয়ক ও ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের জেলা সম্পাদক আনোয়ার আলী সরকার, বাসদ (মার্কসবাদী) দিনাজপুর জেলা সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম সবুজ প্রমুখ।

রংপুর : গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি রোধ, ক্ষেতমজুরদের সারাবছর কাজ ও কৃষি ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন দাবিতে ২৮ জানুয়ারি উত্তরাঞ্চলের জেলায় জেলায় বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে ১৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বাসদ (মার্কসবাদী) পীরগাছা উপজেলা শাখার উদ্যোগে নন্দীগঞ্জ বাজারে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সংগঠক মাইন উদ্দিনের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন দলের রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, সদস্য পলাশ কান্তি নাগ।

১২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বাসদ (মার্কসবাদী) পীরগাছা উপজেলা শাখার উদ্যোগে বড়দরগা ও দেউতি বাজারে পৃথক দু'টি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৬টায় বড়দরগা বাজারে স্থানীয় সংগঠক দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু। সন্ধ্যা ৭.৩০টায় দেউতি বাজারে স্থানীয় সংগঠক আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পলাশ কান্তি নাগ।

বগুড়ায় গণ-পদযাত্রা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে ২৩ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় কলোনী বাজার থেকে শুরু হয়ে বিসিক পর্যন্ত গণপদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। গ্যাস-বিদ্যুৎ-জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, ফুলবাড়ী-বড়পুকুরিয়ায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের পরিকল্পনা ও রামপালে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রতিবাদে ও তিস্তা-পদ্মাসহ সব আন্তর্জাতিক নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের দাবিতে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

গণপদযাত্রার পথে শহরের কলোনী বাজার, ঠনঠনিয়া, সাতমাথা, বড়গোলা, দত্তবাড়ী, কালীতলা, ফুলবাড়ী এবং শেষে বিসিক বাজারে বাসদ (মার্কসবাদী) বগুড়া জেলা শাখার সমন্বয়ক সামসুল আলম দুলুর সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আব্দুল হাই, রঞ্জন কুমার দে, সাইফুল ইসলাম শাফি, আমিনুল ইসলাম, শীতল সাহা, নওশীন মুস্তারিন সাথী, বনানী রায় ববি।

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে রাঙ্গামাটিতে সাম্প্রদায়িক হামলা

শান্তির জন্য জনগণের প্রতিরোধের শক্তি গড়তে হবে

[গত ১০ ও ১১ জানুয়ারি রাঙ্গামাটি শহরে সংঘটিত পাহাড়ী-বাঙালি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনার ওপর বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সমন্বয়ক কমরেড বোধিসত্ত্ব চাকমার পাঠানো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হলো]

১০ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে রাঙ্গামাটিতে সরকারি প্রশ্রয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটে গেল। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এই উদ্বোধনের বিরোধিতা করে। তাদের দাবি ছিল, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আগে মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করা। কিন্তু সরকার পাহাড়ীদের এই আপত্তি গুরুত্ব দেয়নি। তাই উদ্বোধনের দিন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও নৌপথ অবরোধের ডাক দেয়। অন্যদিকে ছাত্রলীগ এই অবরোধ কর্মসূচি প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়।

উদ্বোধনের দিন ভোরে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কর্মীরা কালিন্দীপুরের নিউমার্কেটে পিকেটিং করে। আর ছাত্রলীগ হ্যাপী মোড়ে অবস্থান নেয়। এক পর্যায়ে পিকেটিং-এর মধ্য দিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা মেডিকেল কলেজ উদ্বোধনস্থলে যেতে চাইলে জজ কোর্ট এলাকায় সকাল সাড়ে ৯টায় দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষের সময় উভয় সংগঠনের কর্মীরা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট ভাংচুর করে। এক পর্যায়ে সকাল ১১টার দিকে কিছু বাঙালি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী সংগঠিত হয়ে প্রশাসনের নাকের ডগায় বনরূপাস্থ দেওয়ানপাড়া-কাটাপাহাড় এবং ট্রাইবেল আদামে পাহাড়ী গ্রামে দফায় দফায় সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। ফলে সংঘাতটি একসময় পাহাড়ী-বাঙালি সাম্প্রদায়িক সংঘাতের রূপ নেয়। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাড়িয়েছিল। এক পর্যায়ে সাড়ে ১১টার দিকে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন তা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়। ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করেই প্রায় দুই ঘন্টা ধরে হামলা চলতে থাকে। সাম্প্রদায়িক হামলাকারীরা পুলিশের সামনে মূল রাস্তা ধরে লাঠিসোঠা নিয়ে পাহাড়ী গ্রামে হামলা চালায়। প্রায় আড়াই-তিন ঘন্টা ধরে এই হামলা চলে। বেলা ১২টায় তারা তবলছড়ির আনন্দ বিহার এলাকায় পাহাড়ীদের ওপর হামলা চালায়। এই সময় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কর্মীরা আনন্দ বিহার নামক বৌদ্ধ মন্দিরে আশ্রয় নিলে হামলাকারীরা চারদিক থেকে ঘিরে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। পরে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশ এসে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথম হতে প্রশাসন সক্রিয় হলে এই সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হতে পারতো না। ১৪৪ ধারা জারির পরও যেভাবে হামলা সংঘটিত হয়েছে তাতে প্রশাসনের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। ফলে প্রশাসনের দায়িত্বজ্ঞান ও নিরপেক্ষতা নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

১১ জানুয়ারি সবকিছু শান্ত হয়ে এসেছিল। মানুষ স্বাভাবিক কাজকর্ম সারছিল। তবে আতংক ও অবিশ্বাস মানুষের মনে তখনও ছিল। এমন সময় বিকাল ৪টার সময় বনরূপা বাজারে পাহাড়ী বাঙালি দু'জন ব্যবসায়ীর ঝগড়া-বিবাদকে কেন্দ্র করে আবারও ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৪৪ ধারা তখনও বলবৎ ছিল। এর মধ্যেই কিছু সাম্প্রদায়িক বাঙালি গোষ্ঠী বনরূপাস্থ কাটাপাহাড় ও দেওয়ানপাড়ায় আবার হামলা চালায়। পরে সেনাবাহিনী বনরূপায় এসে দ্রুত এ ঘটনার নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বনরূপা হতে বিতাড়িত হয়ে হামলাকারীরা অন্যান্য এলাকায় হামলা চালায়। পুলিশের সামনে লাঠিসোঠা নিয়ে পাহাড়ী গ্রামে আক্রমণ করা হয়। জেলা প্রশাসক সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে সান্ধ্য আইন জারি করেন। এরপরও উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী পাথরঘাটা, মাস্টার কলোনী, ভেদভেদীতে সাম্প্রদায়িক হামলা চালাতে থাকে।

এবারের সাম্প্রদায়িক হামলা আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারতো। পাহাড়ী-বাঙালি সম্মিলিত প্রতিরোধে তা বেশি দূর গড়ায়নি। বিভিন্ন স্থানে বাঙালিরা সংখ্যালঘু পাহাড়ীদের রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছে। রিজার্ভবাজারের পাথরঘাটায় শত শত বাঙালি পরিবারের মাঝে মাত্র ৩০/৩৫টি জুম্ম পরিবার বাস করে। ১১ জানুয়ারী সন্ধ্যায় সাম্প্রদায়িক হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঠা নিয়ে যখন এই গ্রামে হামলা করতে গিয়েছিল তখন পুলিশ ইন্দ্রপুরী সিনেমা হলের সামনে নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে দেখছিল। এই হামলা ওই গ্রামের জুম্মদের পক্ষে প্রতিহত করা ছিল অসম্ভব, তারা অসহায়ভাবে নিয়তির জন্যই অপেক্ষা করছিল। সেখানে স্থানীয় বাঙালিরাই এই হামলাকে প্রতিরোধ করেছে। জানা যায়, সেদিন স্থানীয় বাঙালিরাই ঘর হতে বের হয়ে গ্রামের প্রবেশমুখে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সেই বাধা উপেক্ষা করে হামলাকারীরা আক্রমণ করতে চেয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ হামলাকারীদের সাথে তাদের ধস্তাধস্তিও হয়। এই সময় হামলাকারীরা তাদের উপরও চড়াও হয়েছিল, চাকমাদের দালাল বলে গালিগালাজ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থানীয় বাঙালিদের প্রতিরোধে জুম্মরা রক্ষা পায়। তবলছড়ির মাস্টার কলোনিতে হাজার হাজার বাঙালির মাঝে মাত্র ৯/১০টি জুম্ম পরিবার বাস করে। সে সব জুম্ম পরিবারের ঘরবাড়ি তছনছ করে দেয়া হয়। গ্রামটির সামনেই কোতোয়ালী থানা। সেখান থেকে কোন বাধা দেয়া হয়নি। যখন এই অত্যাচার চলছিল এবং জুম্মরা অসহায়ভাবে মার খাচ্ছিল তখন সেখানকার স্কুল শিক্ষক ও স্থানীয় বাঙালিরাই ঘর হতে বের হয়ে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল। তারা হামলাকারীদের বুঝানোর চেষ্টা করে যে নিরীহ মানুষদের উপর কেন হামলা করা হচ্ছে। তখন উগ্র সাম্প্রদায়িক বাঙালিরা তাদের উপরও চড়াও হয়, অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। কিন্তু প্রবল বাধার মুখে সেদিন তারা চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সেদিন রাত্রে বাঙালিরাই পাহারা দিয়ে পাহাড়ীদের নিরাপত্তা বিধান করে। ঘটনার এক ঘন্টা পর পুলিশ যায়। বনরূপায় জুম্ম গ্রামে হামলার সময়ও স্থানীয় বাঙালিরাই রাস্তার প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে হামলাকারীদের বাধা দিয়েছিল। একইভাবে ট্রাইবেল আদামের নিরিবিলি আদাম ও রসুলপুরের গ্রামবাসী পাহাড়ী-বাঙালি মিলে গ্রাম পাহারা দিয়েছিল। পাবলিক হেলথ এলাকায় একইভাবে বাঙালিরা পাহাড়ীদের সাথে মিলে সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবিলা করেছে।

ঘটনার পরপরই প্রশাসন শান্তি মিছিলের আয়োজন করে। প্রকৃতপক্ষে এই শান্তি মিছিল ছিল দায় এড়ানোর মিছিল। প্রশাসনকে প্রথমে জবাবদিহি করতে হবে, কেন ১৪৪ ধারা এবং কার্ফ্যু জারি করার পরও সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হলো? সংঘটিত ঘটনাই বলে দেয় প্রশাসন শান্তি দিতে পারেনি, সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবিলা করতে পারেনি। যেমন – ১১ জানুয়ারি ভেদভেদীতে সেনাবাহিনীর রাঙ্গামাটি জোন কমান্ডার রাত ৮টার দিকে বিবদমান উভয় পক্ষকে কারফিউ জারি হয়েছে জানিয়ে যার যার বাড়ি চলে যাবার জন্য নির্দেশ দেন। সেনাবাহিনী কর্তৃক রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা নিরাপত্তা বিধান করার প্রতিশ্রুতিও তিনি দেন। কিন্তু তার এই ঘোষণার মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে সেনাবাহিনীর সামনে ভেদভেদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরী শ্যামল কান্তি চাকমার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ফলে, শান্তির জন্য প্রশাসনের উপর নির্ভর করা যায় না। সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবিলা করতে হলে এভাবে পাড়ায় পাড়ায় অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন বাঙালি-পাহাড়ীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়তে হবে, শান্তির জন্য লড়তে হবে।

পাহাড়ী-বাঙালি বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান আনতে পারবে না। তা শাসকগোষ্ঠীর শোষণের হাতকে শক্তিশালী করবে। এদেশের বুর্জোয়া শাসকরাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে তৈরি করেছে ও তা জিইয়ে রেখেছে। আজ গরিব পাহাড়ীর সাথে গরিব বাঙালির মধ্যে যে বিরোধ তাও এই শাসকদেরই তৈরি। শাসকগোষ্ঠীই পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িকতাকে লালন-পালন করে। তাদের প্রয়োজন হলে তারা তা ব্যবহার করে, নিজেদের প্রয়োজনে আবার তা নিয়ন্ত্রণও করে। এতে সাধারণ গরিব বাঙালি ও গরীব পাহাড়ী কারও স্বার্থ নেই। বরং, পাহাড়ী-বাঙালি গরিব মানুষকে আজ এই সমস্যা সমাধানের জন্য শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। একমাত্র এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের গরিব মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবে। তাই সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রতি জোর দিতে হবে।

তালেবান : ধর্মের নামে মানুষ হত্যায় লিপ্ত

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মাথায় পরিকল্পিত উপায়ে শিশুদের হত্যার নাম কী ধর্ম? মানুষের মনুষ্যত্বকে মেরে ফেলে, বিবেকের শক্তি হ্রাস করে তাকে পাশবিক করে তোলে – এ কেমন ধর্ম?

এই নিষ্ঠুর মারণযজ্ঞ দেখে গোটা বিশ্বের শান্তিকামী বিবেকবান মানুষ স্তম্ভিত হয়েছে, প্রতিবাদ-ধিক্কার জানিয়েছে। পাকিস্তানের জনগণও বিক্ষুব্ধ। জনরোষের ভয়ে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও সেনাবাহিনীরও টনক নড়েছে। প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ সর্বদলীয় সভা ডেকেছেন। তাতে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল যোগ দিয়েছে। ইতোমধ্যে জনকয়েক জঙ্গির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। সংসদে সংবিধান সংশোধনী পর্যন্ত আনা হয়েছে জঙ্গিদের বিচার ও মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার জন্য। সামরিক সেনাপ্রধান রাহেল শরিফ আরো তিন হাজার জঙ্গিকে ফাঁসিতে ঝোলানোর অনুরোধ করেছেন, আফগানিস্তানে গিয়েছেন সহযোগিতার জন্যে। বুদ্ধিজীবীসহ বিভিন্ন মহলের সমালোচনা সত্ত্বেও সামরিক আদালত গঠন করছেন। এতে হয়তো কয়েকজন জঙ্গির মৃত্যু নিশ্চিত হবে, কিন্তু জঙ্গিবাদের বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন হবে কি? কয়েক দশক ধরে পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ বিশ্বের অনেক দেশে এই যে জঙ্গিবাদের উত্থান – তার পেছনের শক্তিটিকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এটা হবে একটা টোটকা চিকিৎসার মতো ব্যাপার। আজকে জঙ্গিদের নির্মূল করার প্রশ্নে পাকিস্তানি রাজনীতিকদের এত লম্ফঝম্ফ কতটা আন্তরিক তা সময়ই বলে দেবে। তবে বছরের পর বছর ধরে এইসব দল, এই সব রাজনীতিকদের অনেকেই ক্ষমতার মসনদ পাকা করার প্রয়োজনে তালেবানদের সাথে আপোষরফা করে চলেছে, অনেকের সাথে যোগাযোগ আছে। অভিযোগ আছে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দাসংস্থা আইএসআইয়েরও একাংশ এই উগ্র মৌলবাদী সংগঠনটির সাথে যোগাযোগ আছে – এটা আজ আর কারও অজানা নয়। জঙ্গিদের শায়েস্তা করতে পেশোয়ার হত্যাকাণ্ডের পর আমেরিকা আবারও ১০০ কোটি মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছে। অথচ গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ করেছে, এবং করছে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার কথা বলে, ইরাকে আফগানিস্তানে দু'টি যুদ্ধও সংঘটিত করেছে – কিন্তু সন্ত্রাস নির্মূল হয়েছে কি?

গোটা বিশ্বের মানুষ আজ জানে, এই আমেরিকাই একদিন আফগানিস্তানে দখলদার সোভিয়েত রাশিয়াকে হঠিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য অস্ত্র ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে আল-কায়েদাকে তৈরি করেছিল, ১৯৯৬ সালে তৎকালীন আফগান প্রেসিডেন্ট বোরহান উদ্দিন রাব্বানিকে পদচ্যুত করে তালেবানদের ক্ষমতায় আসতে সহযোগিতা করেছিল। মার্কিন সাংবাদিক ওয়াইনি ম্যাডসেন আল-কায়েদা সম্পর্কে প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, "আল-কায়েদা হচ্ছে সিআইএ ও মোসাদ-এর বানানো এক রূপকথার নাম।" বাস্তবে একদিকে অস্ত্র ব্যবসা, অন্যদিকে ওই সব দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়কে প্রভাবিত করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়োজনেই এই সব কায়েমী গোষ্ঠীগুলো গড়ে তোলা হয়েছে। আফগানিস্তানে এর উদ্দেশ্য ছিল ট্রান্স আফগান পাইপলাইনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা। কিন্তু পরবর্তীতে তালেবানদের সাথে বিরোধের ফলে আল-কায়েদাকে দিয়ে টুইন টাওয়ার হামলা করিয়ে 'সন্ত্রাসবাদ', 'জঙ্গিবাদ' বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য হুমকি এই ধুয়া তুলে আফগানিস্তানে হামলা করে। ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যে বিপুল তেল সম্পদ তার ওপর দীর্ঘদিন থেকেই সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। গোটা বিশ্ব আজ জানে, কিভাবে মানব বিধ্বংসী অস্ত্র মজুত রাখার অজুহাতে ইরাকে কী রকম ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছে। বর্তমানেও শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে বিরোধ বাঁধিয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইছে অর্থাৎ ওই দেশের তেল সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইছে। আবার যাদেরকে একসময় অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে তৈরি করেছে, স্বার্থকেন্দ্রিক বিরোধের ফলে তারাই এখন আমেরিকার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরছে, আইএস নাম ধারণ করে ইরাকের একটা অংশসহ মধ্যপ্রাচ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছে। আইএস-কে এখন আবার বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠার হুমকি হিসেবে দেখিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাকে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করেছে, সিরিয়ায় থেকে থেকে যুদ্ধ শুরু করার চেষ্টা করছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক ফ্রিল্যান্স লেখক মাইক হুইটনির মতে, "জর্জ ডব্লিউ বুশের মতো মার্কিনিদের বিভ্রান্ত করতে যাচ্ছেন ওবামা। তিনি আইএস জঙ্গিদের দমনের কথা বলছেন। কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়। অঞ্চলটিতে নৈরাজ্য সৃষ্টি, বিদ্যমান সীমান্ত নিশ্চিহ্ন করা ও ক্রীড়নক সরকার বসাতে ওবামা প্রশাসন তৎপর। ... আরেকটি রক্তক্ষয়ী আগ্রাসনের পথ সুগম করতেই মূলত পশ্চিমা গোয়েন্দাসংস্থাগুলো ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে তাদের সহযোগীরা আইএস-কে সৃষ্টি করেছে।" আরেকজন আমেরিকান রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্যাট্রিক মার্টিন বলেছেন, "আইএস হল মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের অজুহাত।" (সূত্র : প্রথম আলো, ২৪ সেপ্টেম্বর '১৪)

সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই দেশে দেশে আমেরিকা এই সব বাহিনী তথা আইএস, আল-কায়েদা, তালেবানদের তৈরি করে। আফগানিস্তানে তালেবানরা ক্ষমতায় আসার পর কঠোর শরীয়াহ-ভিত্তিক শাসনের সূচনা করে। নারীদের চাকুরি, পড়ালেখা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর আল-কায়েদা তথা সন্ত্রাস দমনের নামে ২০০২ সালে আফগানিস্তানে যুদ্ধ ঘোষণা করে। একমাসের অভিযানে তালেবান নেতা মোল্লা ওমরকে ক্ষমতাচ্যুত হয়। ধারণা করা হয়, যুদ্ধে অংশ নেয়া উপজাতীয় নেতারা ফিরে এসে সীমান্তবর্তী ওয়াজিরিস্তানে কার্যক্রম শুরু করে। এই সময় খাইবার পাখতুনওয়ায় তারা সংগঠিত হয় এবং নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করে। শোষণ-বৈষম্যকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অধিবাসীদের দীর্ঘদিন ধরে যে ক্ষোভ ছিল – সেই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ওই অঞ্চলে সংগঠন গড়ে তোলে। এরাই পরবর্তীতে পাকিস্তানি তালেবান নামে পরিচিত হয়। তবে এদের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে ২০০৭ সালে তেহরিক-ই-তালেবান (টিটিপি) নামে, বায়তুল্লাহ মেহসুদের নেতৃত্বে। ওয়াজিরিস্তানই হয় টিটিপির প্রধান ঘাঁটি। অভিযোগ আছে, এ সময় তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি অংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। আত্মপ্রকাশের পর থেকেই তারা একের পর এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে চলছে এবং আত্মম্ভরিতার সাথে দায় স্বীকার করছে। ২০০৮ সালে ইসলামাবাদের ম্যারিয়ট হোটেলে হামলা, ২০০৯ সালে পেশোয়ারের পার্ল কন্টিনেন্টাল হোটেলে হামলা, ২০১২ সালে সোয়াত উপত্যকায় নারী শিক্ষার পক্ষে প্রচারণা চালানোয় মালালা ইউসুফ জাইয়ের মাথায় গুলি, ২০১৩ সালে সেপ্টেম্বরে পেশোয়ারে 'অল সেইন্ট চার্চে' আত্মঘাতী হামলায় ১২০ জনকে হত্যা করে। সর্বশেষ এই পেশোয়ারেই ১৩২ জন শিশুসহ ১৪২ জনকে নৃশংসভাবে খুন করল। যাই করছে, তা ধর্মের নাম করে। ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্ধতা ও মিলিট্যান্ট ফোর্স, দুই মিলে এই মৌলবাদী সংগঠনটি হয়ে উঠেছে নৃশংসতম। যার পরিণামে সাধারণ জনগণকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে।

মানবতার শত্রু এই মৌলবাদকে তবু চেনা যায়, কিন্তু এর পেছনে যারা আছে, যারা এদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়, যাদের সাহায্য-সহযোগিতায় এরা পরিপুষ্ট হয়, বেড়ে ওঠে – তাদেরকে চেনা দুষ্কর। ধুরন্ধর এই রাজনীতিকেরা শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অভাব-দারিদ্র-বঞ্চনার কারণ যে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, তাকে যেন চিনতে না পারে, অদৃষ্টকে দোষারোপ করতে শেখে সেই চিন্তার প্রসার চায়। সমাজে যুক্তির বদলে অন্ধ বিশ্বাসের শক্তি, পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণা, ফ্যাসিবাদী মনন তৈরির উপযোগী সংস্কৃতি সমাজ অভ্যন্তরে তৈরি করতে চায় – সেই জন্য উগ্র মৌলবাদী সংগঠনগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। আমাদের দেশেও স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে প্রতিক্রিয়াশীল জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে এবং দিচ্ছে। বদ্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার আর গোঁড়ামিপূর্ণ মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখছে। ফলে সমাজ অভ্যন্তরে অদৃষ্টবাদী চিন্তার প্রভাব বাড়ছে। মৌলবাদী সংগঠনগুলোও পরিপুষ্ট হচ্ছে। শাসকশ্রেণী তাদের স্বার্থেই এসব কাজ করছে। তাই যারা প্রগতির পথে বিশ্বাস করেন, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন – সভ্যতাবিরোধী এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে রুখবার প্রয়োজনে তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণসংগ্রাম গড়ে তোলা জরুরি।

অবিস্মরণীয় বিপ্লবী চরিত্র মাস্টারদা সূর্যসেন

শোষণ-বঞ্চনা দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতবর্ষের বুকে চেপে আছে অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশমাতাকে মুক্ত করতে দাঁনা বেঁধে উঠছে আপোষহীন ধারার স্বদেশী আন্দোলন। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ফাঁসির মঞ্চে বিপ্লবী ক্ষুদিরামের নির্ভীক আত্মদান নাড়া দিয়েছিল এদেশের তরুণ-যুবকদের। সেই মন্ত্রণায় উজ্জীবিত এক স্কুল ছাত্র ধীরে ধীরে নিজেই হয়ে উঠলেন এক মহান বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহানায়ক – আমাদের প্রিয় মাস্টারদা সূর্যসেন।

মাস্টারদা'র জন্ম ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ চট্টগ্রামে। ছোটবেলায় বাবাকে হারান; পড়াশোনা চালান টিউশন করে। বড় হয়ে স্কুলের অংকের শিক্ষক হিসেবে যেমন সুনাম তেমনি দেশের মানুষের প্রতি প্রবল ভালবাসা, চরিত্রের বলিষ্ঠতায় ক্রমে আকর্ষণ করে তরুণদের। ক্লাসের ছাত্রদের বলতেন দেশের দুরাবস্থার কথা, দেশপ্রেমের কথা, স্বাধীনতার কথা। সূর্যসেন গোপনে স্বাধীনতা সংগ্রামের জমি তৈরি করছিলেন।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল সূর্যসেনের গড়া 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি' চট্টগ্রামকে স্বাধীন করার লড়াই শুরু করে। বিপ্লবীরা রেললাইন উপড়ে ফেলে, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। একদল বিপ্লবী অস্ত্রাগার দখল করেন। সূর্যসেন ও অন্যান্য বিপ্লবীরা আক্রমণ করেন সরকারি অস্ত্রাগার। অস্ত্রাগারের রক্ষীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধরাশায়ী হল। অত্যাচারী ইংরেজরা পালাল গভীর সমুদ্রে। অধিকৃত হল সে অস্ত্রাগার। ব্রিটিশ দাম্ভিকতা, অত্যাচার-নিপীড়নের প্রতীক 'ইউনিয়ন জ্যাক'কে বিপ্লবীরা ভূলুণ্ঠিত করে উড়িয়ে দেয় স্বাধীনতার পতাকা। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথম স্বাধীন হলো চট্টগ্রাম।

মাস্টারদা জানতেন এ স্বাধীনতা সাময়িক। ব্রিটিশ শক্তি চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে বিপ্লবীদের। মাস্টারদার নেতৃত্বে বিপ্লবীরা আশ্রয় নিলেন জালালাবাদ পাহাড়ে। ২২ এপ্রিল বিপ্লবীরা পরিকল্পনা করলেন শহরে ঢোকার। হঠাৎ দেখা গেল দু'দিক থেকে আসছে ইংরেজ সৈন্য। পালাবার পথ নেই। সম্মুখ লড়াই শুরু হল। শহীদ হলেন অনেক বিপ্লবী বীর। কিন্তু দেশপ্রেমে বলিয়ান বিপ্লবীদের প্রাণপন লড়াইয়ের কাছে হার মানলো আধুনিক অস্ত্রে সাজানো প্রশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্য। বীর শহীদদের প্রতি শেষ অভিবাদন জানিয়ে পাহাড় ত্যাগ করলেন বিপ্লবীরা।

পরবর্তী অপারেশন ইউরোপীয়ান ক্লাব। ক্লাবের বাইরে লেখা ছিল 'dogs and natives are not allowed' ,ভিতরে চলত মদ, নৃত্য আর বিপ্লবীদের ধরার পরিকল্পনা। মাস্টার দা'র আর এক সহযোদ্ধা প্রীতিলতার নেতৃত্বে ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ক্লাব আক্রমণ করা হয়। অপারেশন শেষে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পটাশিয়াম সায়ানাইড পান করে আত্মাহুতি দেন বীরকন্যা প্রীতিলতা।

১৯৩২ হতে ১৯৩৩ সালের পুরো শীতকাল সূর্যসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা কঠিন সময় পার করেন। ১৯৩৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি গৈড়লা নামক গ্রামে আশ্রয় নেন সূর্যসেন ও বিপ্লবীরা। কিন্তু নেত্র সেন নামে এক কুলাঙ্গার অর্থের লোভে সূর্যসেনকে ধরিয়ে দেন। ধরা পড়েন আরো কয়েকজন বিপ্লবী। ১৪ আগস্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এক প্রহসনের বিচারে সূর্যসেনের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে।

১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ সাল। গভীর রাতে সূর্যসেনকে ফাঁসির জন্য ডেকে তোলা হয়। তিনি উচ্চকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' স্লোগান তোলেন। ব্রিটিশ পুলিশ তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পিটিয়ে সূর্যসেনকে সংজ্ঞাহীন করা হয়। এরপর নিথর দেহ ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। এতেই ক্ষান্ত হয়নি ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী। তাঁর লাশ পাথরে বেঁধে জাহাজে করে চট্টগ্রাম থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল দূরে সাগরে নিক্ষেপ করা হয়। ব্রিটিশরা জীবিত সূর্যসেনকে যতটা ভয় পেত, তার থেকে মৃত সূর্যসেনকে বেশি ভয় পেয়েছে।

আজকের দিনে ভোগবাদী পশ্চিমা সংস্কৃতি, নোংরা আত্মকেন্দ্রিক বাজারী সিনেমার চরিত্রের মোহে আচ্ছন্ন চারদিক। মূল্যবোধ ধ্বংসের বিপুল রাষ্ট্রীয় আয়োজন। এর বিপরীতে ছাত্রযুব-সমাজকে দেশপ্রেম, উন্নত নৈতিক চরিত্র নিয়ে দাঁড়াতে হলে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, মাস্টার দা সূর্যসেন, সুভাষ বসু, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা, রোকেয়া, ভাসানী-সহ বড় বড় মানুষের চরিত্র থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশ ও মানুষকে ভালবাসার দীক্ষায় গড়ে উঠতে হবে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

"১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ ছিল মনুষ্য সৃষ্ট। একটি পরাধীন দেশে একটি বিদেশী শক্তির চক্রান্ত। তার একটা স্বতন্ত্র আবেদন ছিল; তাই অন্তর থেকে ছবি আঁকার দুর্বার প্রেরণা ছিল। সত্তুরের ঘূর্ণিঝড় ও ধ্বংসলীলা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এতে কারো হাত নেই তেমন। এতে দুঃখ হয় কিন্তু আবেদন ক্ষণস্থায়ী, তাই অধিকসংখ্যক উল্লেখযোগ্য ছবি হয় নি। আর এখন? এখন তো চারিদিকে রুচির দুর্ভিক্ষ। একটি স্বাধীন দেশে সুচিন্তা আর সুরুচির দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের ছবি হয় না!"

[২০১৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর পালিত হলো শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মশতবর্ষ। এ উপলক্ষে শিল্পীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।]

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৭৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার উদ্যোগে বীরকন্যা প্রীতিলতা পাঠাগারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ শাখার সভাপতি আবু রায়হান বকসীর সভাপতিত্বে আলোচনা করেন সংগঠনের রংপুর জেলার সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু, আবু সাঈদ মো. তৌহিদুল ইসলাম, হোজায়ফা সাকওয়ান জেলিড, ইমরান সরকার, শাপলা রায় প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ বলেন, আজকের এই চরম অবক্ষয়ের যুগে শরৎসাহিত্য যুবসমাজের মাঝে অনুপ্রেরণা যোগাবে। সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদের বিরুদ্ধে শরৎসাহিত্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মশালা

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে ১৬ জানুয়ারি সারাদিনব্যাপী 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মশালার' আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় কৃষ্টি চাকমা পরিচালনায় আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা শাখার আহ্বায়ক জাহেদ আহমেদ টুটুল, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সত্যজিৎ বিশ্বাস, অরিন্দম কৃষ্ণ দে, স্বাগতম চাকমা। কর্মশালায় প্রথম সেশনে শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা এবং দ্বিতীয় সেশনে আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়।

শিশুদের রক্তস্নানে তালেবান এ কোন ধর্ম চায়?

পেশোয়ারে স্কুলে হামলা

"আমার শরীর কাপঁছিল। আমার দিকে কালো বুট এগিয়ে আসার সেই দৃশ্য কখনোই ভুলতে পারব না। মনে হলো যেন মৃত্যুই আমার দিকে এগিয়ে আসছে।" দুই পায়ে গুলির চিহ্ন আর স্কুল ঘরের মেঝেতে রক্তের স্রোত, সারি সারি মৃতদেহ – কত পরিচিত মুখ, একটু আগেও একসাথে মাঠে খেলেছে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে স্মৃতিচারণ করছিল পেশোয়ারের আর্মি পাবলিক স্কুলে জঙ্গি হামলার ঘটনায় বেচেঁ যাওয়া ১৬ বছরের কিশোর বালক। সমস্ত কৌতূহল আর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্লাসে শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে থাকত যে বালক, এতটুকু বয়সে জীবনের এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা তার মনে বড় এক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে – কী অপরাধ ছিল তার বন্ধুদের? কেন বুলেটের আঘাতে অকালে ঝরে গেল এতগুলো প্রাণ? কোনও মানুষ কি পারে এতটা নৃশংস হতে? এ জিজ্ঞাসার উত্তর কে দেবে? মানুষ কেন এত প্রতিহিংসাপরায়ণ? ফুলের মতো নিষ্কলুষ যে শিশুরা, পৃথিবীর হানাহানি-রক্তপাত যাদের এখনও স্পর্শ করে নি সেই শিশুদের প্রাণ নিতে কসুর করে না, একটিবার বুকের ভেতরটা কেপেঁ ওঠে না – এই কি মনুষ্যত্বের লক্ষণ?

মহান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, মানুষের মৃত্যুতে আমি তেমন কষ্ট পাই না, কষ্ট পাই মনুষ্যত্বের মরণ দেখলে। বাস্তব এটাই – কোনও ব্যক্তির মধ্যে ন্যূনতম মনুষ্যত্ববোধ থাকলে এরকম হত্যাকাণ্ড কেউ করতে পারে? অথচ ধর্মের নামে এই তালেবান আজ তাই করছে। আমরা জানি সমাজ বিকাশের ধারায় ইতিহাসে ধর্ম একদিন ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধের ধারণা এনেছিল, জাতিতে-জাতিতে হানাহানি বন্ধ করে ইসলাম ধর্ম শান্তির বাণী প্রচার করেছিল, নারীকে সম্মান দিয়েছিল – সেই যুগের মানদণ্ড অনুযায়ী। তাই যারা সে দিন এ আদর্শকে লালন করেছে, ধারণ করেছে, তাদের মধ্যে একটা মূল্যবোধ সঞ্চারিত হয়েছিল। এ হচ্ছে একটা বিশ্বাসের মূল্যবোধ, যুক্তির নয়, সত্যের নয়। তাই সেই ধর্মই আজ পরিবর্তিত সমাজের, মানুষের জীবনের নূতন দাবিকে স্বীকৃতি দিতে পারছে না বলে সভ্যতার সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ মনুষ্যত্বের চরম বিনাশ ডেকে আনছে। একদিন শান্তি প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল আর আজ হরণ করছে, একদিন মানুষকে নূতন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল আর আজ জীবন নাশ করছে। গত ১৬ ডিসেম্বর পেশোয়ারের আর্মি পাবলিক স্কুলে আবারও তেহরিক-ই-তালেবান কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ডই তার প্রমাণ। ঘটনার পরপরই এই সংগঠনের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে বক্তব্যে বলেছেন যে, এ হামলা হচ্ছে প্রতিশোধ। গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে সেনাবাহিনী কর্তৃক জারব-ই-আজাব নামে জঙ্গিবিরোধী সেনা অভিযানের প্রতিশোধ নিতেই এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। এভাবে ঠাণ্ডা *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

শিশু কিশোর মেলার উদ্যোগে ঢাকায় মানববন্ধন

জাহাজ ডুবি ও তেল বিপর্যয় প্রমাণ করল রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র সুন্দরবনের জন্য কতটা ক্ষতিকর

সেই যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, কাদম্বরী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই, অবস্থা অনেকটা সেই রকম। বহুদিন থেকেই সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে সুন্দরবন ও তার জৈববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। বিশেষত সুন্দরবনের পাশেই কয়লাভিত্তিক রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণের পর থেকে বিশেষজ্ঞগণ বারবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আসছেন। সরকার সেই সব কথায় কর্ণপাত করেনি। উল্টো জোর গলায় বলেছে, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে এমন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে যাতে পরিবেশের কোন ক্ষতি হবে না। শ্যালা নদীতে সাউদার্ন সেভেন নামের একটি তেলবাহী জাহাজ ডুবে গিয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সুন্দরবনের কী ক্ষতি হতে পারে।

সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে রংপুরে শিশু কিশোর মেলা ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের মানববন্ধন

গত ৯ ডিসেম্বর শ্যালা নদীতে জাহাজ দুর্ঘটনায় ট্যাংকার থেকে তেল ছড়িয়ে পড়ে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, তেল ছড়িয়ে পড়ার পর সুন্দরবনের প্রাণী ও উদ্ভিদের সংখ্যা অস্বাভাবিক পরিমাণে কমেছে। তেল ছড়িয়ে পড়ায় সুন্দরবনের জলজ প্রাণীর উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে। অনেকক্ষেত্রে বনের প্রাণীদের জিনগত বা জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের উপরও প্রভাব পড়ে। ১৯৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় যে তেল ছড়িয়ে পড়েছিল,তার প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী ১০-১২ বছর পর দেখা গেছে অনেক প্রাণী এলাকা থেকে হারিয়ে গেছে।

বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দলসহ সবাই এই ঝুঁকির কথা বলেছে। কিন্তু বরাবরের মতোই সরকারের মন্ত্রীরা একই বুলি আওড়াচ্ছেন – তেমন কোনও ক্ষতি হবে না। সাময়িকভাবে নৌ-চলাচল বন্ধ রাখলেও আবার তা চালু করেছে। এই সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে নৌ-চলাচল প্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত করে, আচরণের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

রামপালের মতো প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য যে পরিমাণ কয়লা আমদানী হবে তা সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে চলাচল করবে। এতে যেমন ওই এলাকার পরিবেশের ক্ষতি হবে তেমনি কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে এর চেয়েও মারাত্মক আকার ধারণ করবে।

তাই বিশ্বব্যাপী বনের নিকটস্থ জায়গায় অর্থাৎ পঁচিশ কিলোমিটারের মধ্যে এই রকম স্থাপনা নিষিদ্ধ। ভারতীয় জনগণের প্রতিবাদের মুখে এটি করতে পারেনি অথচ এই দেশের শাসকশ্রেণী, পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীদের মুনাফার বাসনা এমন উগ্র যে দেশটা অন্তত ভৌগলিক ভাবে টিকে থাকবে কি থাকবে না সে চিন্তাও তাদের নেই।

হোক প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপন্ন, মানুষের জীবন বিপন্ন হোক - তাতে কি? লাভের লোভ পুঁজিপতি শাসকশ্রেণীকে এতটা টেনে নামিয়েছে। প্রায় দেড়শ বছর আগে মহামতি কার্ল মার্কস এ জন্যই বলেছিলেন, "... ১০০ ভাগ লাভ হবে জানলে সে ন্যূনতম মানবতাটুকুর গলায় পা দিয়ে দাঁড়াবে। ৩০০ ভাগ লাভ হবে এই নিশ্চয়তা পেলে হেন অপকর্ম নেই যা সে করতে পারবে না, এমন ঝুঁকি নেই যা সে নেবে না, এমনকি পুঁজির মালিকের ফাঁসি হতে জেনেও পুঁজি ছুটবে লাভের অদম্য লালসায়।"

বিদ্যুৎ-গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির পরিকল্পনা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ অব্যাহত

পুনরায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও গ্যাসের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ানোর সরকারি পরিকল্পনা বাতিলের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে ২৪ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় পল্টন-মতিঝিল এলাকায় স্বাক্ষর সংগ্রহ, প্রচারপত্র বিলি ও গণসংযোগ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। দলের ঢাকা মহানগর শাখা ঘোষিত থানায় থানায় বিক্ষোভ-পদযাত্রা, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) ঢাকা মহানগর শাখার নেতৃবৃন্দ ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক, রাজীব চক্রবর্ত্তী, মাসুদ রানা, শরীফুল চৌধুরী প্রমুখ।

বাসদ (মার্কসবাদী) সূত্রাপুর থানা শাখার উদ্যোগে ১২ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিল শুরু হয়ে লক্ষ্মীবাজারের দিকে যেতে থাকলে মহানগর মহিলা কলেজের সামনে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশ ব্যানার, ফেস্টুন কেড়ে নিতে চাইলে নেতা-কর্মীদের সাথে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। নেতা-কর্মীরা সেখানে বসে পড়েন এবং সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড মানস নন্দী।

একই দিন মোহাম্মদপুর থানা শাখার উদ্যোগে বিকাল সাড়ে ৩টায় মোহাম্মদপুর টাউন হলে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশগুলোতে নেতৃবৃন্দ বলেন, মহাজোট সরকার আরেক দফা বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বাড়িয়ে জনগণের জীবনে নতুন দুর্ভোগ নামিয়ে আনছে। ভর্তুকি কমানোর নাম করে এই মূল্যবৃদ্ধি করা হচ্ছে, অথচ গ্যাস খাতে যা কিছু ভর্তুকি তার মূল কারণ বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে বেশি দামে গ্যাস কেনা। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্যাস তুললে এই ভর্তুকির প্রয়োজন হত না। বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও ভর্তুকির প্রধান কারণ দ্রুত উৎপাদন বাড়ানোর নামে তেলভিত্তিক রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সরকারি নীতি। এইভাবে জনগণের অর্থ দিয়ে দেশি-বিদেশি লুটপাটকারীদের পকেট ভরানোর নীতি বাস্তবায়ন করতেই বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বাড়ানো হচ্ছে। মহাজোট সরকারসহ শাসক দলগুলো বিদ্যুৎ-গ্যাস-জ্বালানি তেল-পানি-শিক্ষা-চিকিৎসাসহ সব কিছুকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করতে চায়। পুঁজিপতিদের মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিতেই তারা দফায় দফায় এসব সেবার দাম বাড়ায়। নেতৃবৃন্দ শক্তিশালী গণআন্দোলনের চাপে মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করতে সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাস্তায় নামার আহ্বান জানান।

সিলেট : ১৮ ডিসেম্বর বিকাল ৫টায় সিলেট শহরের টিলাগড় পয়েন্টে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এড. হুমায়ুন রশীদ শোয়েব, *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩; ই-মেইল: sammobad@spbm.org, ওয়েবসাইট : www.sammobad.org